

আরজি কর দুর্নীতি

৫ অভিযুক্তেরই
জামিনের আর্জি
খারিজ

[illegible]

ওই ঘটনায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ও টালা থানার ততকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই বছর ডিসেম্বর মাসে ধর্ষণ-খুনের মামলায় জামিন পেলেও রেহাই

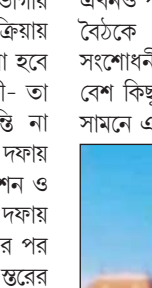
মামলায় তিনি তখনও জেলবন্দি ছিলেন। এদিন হাইকোর্টের রায়ের পর এটা স্পষ্ট যে, ধর্ষণ-খুনের মামলায় জামিন মিলেও দুর্নীতির ফাঁস থেকে সন্দীপের আপাতত মুক্তি নেই। আলিপুর জেলই এখন সন্দীপের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে রইল।

‘সোনা-রূপোর দাম নিয়ে উবেগের কিছু নেই’

সংবাদ সঙ্ঘা, নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি। বাজারে সোনা ও রূপের দাম উর্ধ্বগামী। ক্রমশ মধ্যবিত্তেরা ধরাজ্যের বাহিরে চলে যাচ্ছে। বিদেশের শ্রম বিপাকে পড়ছেন অনেকেই। “তথাপি উদ্বেগের কারণ নেই।” সোমবার আশুপ্ত করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ। তিনি বলেন, “অভ্যুত্তরীণ বাজারে সোনা-রূপের চাহিদা বৃদ্ধি মরশুমি বলেই হয়েছে।” কেন্দ্র বিষয়টির দিকে আভর রাখছে বলেও দাবি করেন। সোমবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) কেন্দ্রীয় পরিচালক পর্ষদের সঙ্গে বাজেট-মরশুমি ঠেঠেকের করেন নিলাম। এর সময় তিনি বলেন, “ভারতীয় রাজারের প্রায় সমস্ত সোনাই আমদানি করা হয়। আমরা একটি আমদানি কর্তৃপক্ষ নিয়ে পদক্ষেপ করছি—যেহেতু, তবে চাহিদা মেটাতে তখন পর্যাপ্ত নয়।” এর পরেই সোনা-রূপের দাম বৃদ্ধি নিয়ে নির্মালা সীতারমণ, “পরিবারগুলির জন্য সোনা-একটি পক্ষেদের বিনিয়োগ। দেশীয় বাজারে উচ্চ চাহিদা মরশুমি বলেই হয়েছে। আমরা গোটা বিশ্বজুড়ে পদক্ষেপ করছি। উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছয়নি।” চলতি মাসের প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় বাজেট-মরশুমি পর অর্থমন্ত্রী নির্মালা বিষয়গণকে করেছিলেন, সোনা ও রূপের আমদানি শুষ্ক ৫ শতাংশ কমানোর পদক্ষেপ দাম উর্ধ্বগামী বলে কমেছে। প্রাথমিক ভাবে এগনোটা দেখা গেলেও পরে দাম ফেরে উর্ধ্বগামী হয়।

দুই দফায় বিচারকদের সঙ্গে বৈঠক
রোজ রিপোর্ট দেবে
নির্বাচন কমিশন

নজর প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে এই বাব সারসারি যুক্ত হচ্ছেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোন কোন নথিকে প্রায় করা হবে এবং আইনি যুগ্মিটি এই বা কী নিয়ে যাতে কোনও বিশ্রাস্তি না থাকে, সে জন্য সেমবার দুই দফায় বিশেষ বৈঠক হয়ে গেল কমিশনও হাইকোর্টে। প্রথম দফায় নীতিনির্ধারণক স্তরে আলোচনার পর দ্বিতীয় দফায় ভার্চুয়াল জেলা স্তরে বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বলে কমিশন সূত্রে খবর। বৈঠকের প্রথম পর্বে জেলা স্তরের জুডিশিয়াল অফিসাররা ছিলেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং আরও দু'জন বিচারপতি প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার। এ ছাড়াও ন্যাশনাল কমিশনার এবং স্পেশ্যাল অবজারভার সেখানে যোগ দেন। এই পর্বের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, নিবিড় সংশোধনীর ক্ষেত্রে কোন কোন তথ্যের ওপর সন্ধেযোগ বেশি জোর দেওয়া হবে। সারা দেশে এই নিবিড় সংশোধনীর ক্ষেত্রে কোন কোন নথিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে, তা প্রশাসনের শীর্ষ কতদূরে বৃষ্টিয়ে দেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। দ্বিতীয় দফার ঠেকটিক মূলত কাজ রূপায়ণের কৌশল নিয়ে ছিল। এই নিবেদিত ভার্চুয়াল যোগ দেন জেলা স্তরের জুডিশিয়াল অফিসাররা। উল্লেখযোগ্যভাবে, যে সব আধিকারিকদের কাজে কমিশন এখনও পর্যন্ত সন্তুষ্ট, তারা সবাই এই বৈঠকে আমন্ত্রণ পান। নিবিড় সংশোধনীর কাজে নামতে গিয়ে যেসং কিছু আইনি প্রশ্ন ও জটিলতা সামনে এসেছে। সেই সমস্ত ধন্দ দূর



করতে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং পদ্ধতিগত পরামর্শ দেন কমিশনের আধিকারিকরা। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনীতির ময়দানে বাবরা যে অভিযোগ ওঠে, বিচারকদের এই সরাসরি নজরদারি এবং প্রশিক্ষণের ফলে সেই অসংগতি অনেকাংশেই দূর হবে। ভোটার তালিকা হবে আরও নির্ভুল এবং বিতর্কহীন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তথ্যগত অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে গঠিত বিচারক কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। কিছু জায়গায় প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকলেও তা দ্রুত মিটে যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ



করতে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং পদ্ধতিগত পরামর্শ দেন কমিশনের আধিকারিকরা। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনীতির ময়দানে বারবার এই অসংগতি নজদারি এবং প্রশিক্ষণের ফলে সেই অসংগতি অনেকাংশেই আরও নির্ভুল এবং বিতর্কহীন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তথ্যগত অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে গাজি বিচারক কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। কিছু জায়গায় প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকলেও তা দ্রুত সঠিকি যাবে বলে জানিয়েছেন রাজেশ মুখা নির্বাচন আধিকারিক মনোজ

আগরওয়ালা। সোমবার তিনি জানান, প্রক্রিয়া এখন স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে যে আইনি প্রশ্ন উঠেছিল, তা স্পষ্ট করতে কলকাতা হাইকোর্টে এদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। নির্বাচন কমিশন ও প্রধান



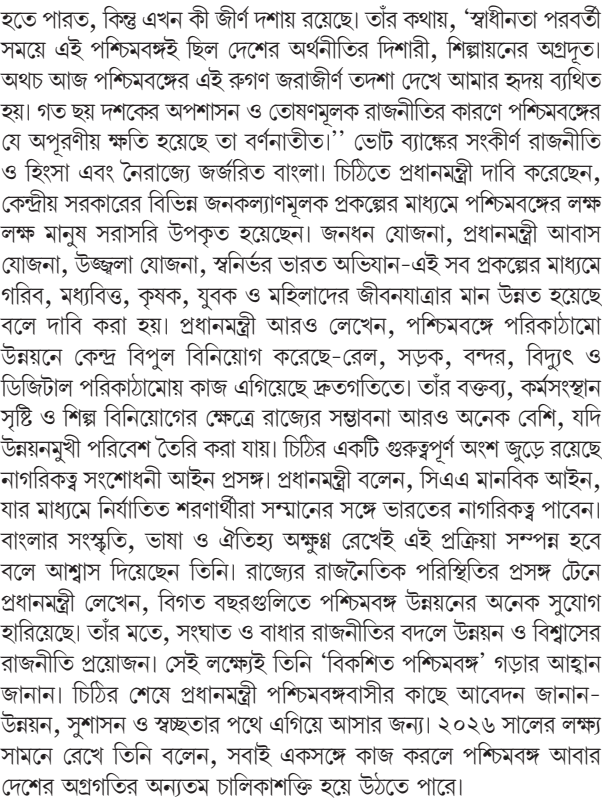
বিচারপতির মধ্যে এই আলোচনায় মূলত বিচার বিভাগের তরফে উত্থাপিত নানা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজিস্টার জেনারেল, রাজ্যের মুখ্য সচিব, বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জেলা বিচারকরা। আলোচনার অন্যতম সিদ্ধান্ত, নির্বাচন কমিশন প্রতিদিন এসআইআর সংক্রান্ত অগ্রগতির রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেবে। কমিশনের চালু করা পোর্টালের পরদর্শনও এদিন করা হয়। বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের বিভিন্ন

প্রশ্নের উত্তর দেন কমিশনের
প্রতিনিধিরা। পোর্টালে কীভাবে নে-
আপলাডে, বাছাই ও মুছে ফেলা
হবে - সেই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া
বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়। এছাড়া
বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা
কীভাবে নে-পরিমাণ করবেন।
সিদ্ধান্ত নেন, আবেদন গ্রহণ বা
বাতিল হলে তার কারণ কীভাবে
জানাবেন - সেই পদ্ধতিও ব্যাখ্যা
করা হয়। কমিশনের দাবি, যে সব
আইনি জটিলতা ছিল, সেগুলির
ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করা হয়েছে।
পুরো বিবায়টি এখন ধারাবাহিক
প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য
দিয়ে এগোচ্ছে। আজ পর্যন্ত কী কাজ
হয়েছে এবং আগামী দিনে কোন
নিয়ম মেনে এগোতে হবে, তা নিয়ে
একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকাও তৈরি
হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে
খবর, প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট
জানিয়েছেন, নির্ধারিত নির্দেশিকার
বহিরে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে
না। কমিশনের পক্ষ থেকেও আশ্বাস
দেওয়া হয়েছে, সব নিয়ম মেনে
প্রয়োজনীয় সংস্কার দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য নতুন করে আইনি প্রশ্ন
উঠলে আবার বৈঠক হতে পারে,
যদিও আপাতত তেমন কোনও
নির্দেশ নেই। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে,
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, হাইকোর্টের
তার কার্যকর প্রক্রিয়া এবং কমিশন
ও বিচার বিভাগের সমন্বয় - এই
তিন স্তরের ওপর ভর করেই
এসআইআর সংক্রান্ত কাজ স্বচ্ছ ও
সুস্থগতিতে পথে এগোনোর রূপরেখা
তৈরি হল।

আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা
রাজ্যবাসীকে খোলা চিঠিতে
উন্নয়নের হাতছানি মোদির

নিজস্ব উন্নয়নি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভাটের আগে বাংলাদেশে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মডেলের ছবি দেখাতে চেষ্টা সোমবার রাতে মামুনের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী হুসেইন শেহি। চিঠিতে যেমন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম আত্মঘাতী ও দৌলতি অভিযোগ করছেন তিনি, তেমনিই বাংলাদেশে উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সফল, নাগরিকের সংশোধনীনিষ্ঠা, আইন এবং বিকশিত বাংলা গঠনের দাবিতে তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী এদীন চিঠির শুরুতে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন।

দাওয়া নিয়ে কোনভাবেই দেশে বাসী-সে ক্যান্ডিলাবিত্ত নেতাদের মুখের দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজ্য। বাকি চিঠিটা এই প্রেক্ষাপটেই লেখা। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সেই চিঠিতে কোথাও তৃণমূলের নাম নেই, নাম নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। বরং কৌশলগত ভাবে গোটা চিঠির পরতে পরতে বাংলার হতাশাজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী। আর বোঝাতে চেয়েছেন, বাংলা কি



তামিলনাড়ুতে এসআইআর-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

দক্ষিণের এই রাজ্যে এসএসআইআর প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছে ৭৪ লক্ষের বেশি নাম। ২০১৫ সালের ২৭ অক্টোবর এসএসআইআর প্রক্রিয়া ঘোষণার সময় তামিলনাড়ুর ভোটার তালিকা বাদে ৬.৪১ কোটি। এদিন সেরাভোজের সিইও কর্তৃক পটনায়েক যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছেন, প্রতি নাম রয়েছে ৫.৬৭ কোটির। অর্থাৎ ভোটেমুখী এই রাজ্যে ৭৪ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পূরুষ ভোটারের চেয়ে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। পূরুষ ভোটারের সংখ্যা যথোনে ২.৭ কোটি, সেখানে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২.৮ কোটির। আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৭ হাজার ৬১৭ জন। তামিলনাড়ুর বিধানসভাভিত্তিক ভোটার তালিকা অনুসারে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে শোভারিনগাপল্লুর বিধানসভা কেন্দ্রে। এর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ৫.৩৬ লক্ষ। আর সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে হারাবর বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা কম ১.১৬ লক্ষ। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পাঠিয়েছে তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের দফতর। এইসঙ্গে নির্বাচন কার্শন জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার সুযোগ থাকছে ভোটারদের কাছে। এই তালিকার ‘অসম্পূর্ণ’ ভোটারের নাম তোলা কিংবা বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে কমিশন।

‘যে কোনও উপায়ে মাঝেই ভারতীয়’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও তেহরান, ২৬ ফেব্রুয়ারি: নতুন করে উদ্ভূত ইরান। ছাত্র বিক্ষোভের আন্দোলন জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতল্লাহ আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন সেদেশের ছাত্ররা। এদিকে, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে কোনও সময় যুদ্ধ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ফের বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক করল তেহরানের দূতাবাস। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে দূতাবাসের तरফে। বিজ্ঞপ্তিতে, ভারতীয়দের দ্রুত ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি হেল্লানাইন নম্বরও চালু করেছে ভারতীয় দূতাবাস। উল্লেখ্য, এর আগে ১৪ জানুয়ারিও একটি সতর্কবার্তা জারি করেছিল ভারতীয় দূতাবাস। আবারও একবার সতর্ক করে দেওয়া হল ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের। সামোরা ভারতীয় দূতাবাসের तरফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকরা অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ুন। পরিবহনের যে কোনও মাধ্যমে, প্রয়োজনে কর্মশাখাল ফ্লাইটে

হলেও দ্রুত ইরান ছাড়। বসবাসকারী ভারতীয় ছাত্র স্তব্ধ করে পর্যটকপ্রত্যেককে জারি করা হয়েছে। ই



ভারতীয়দের তাদের ভ্রম সংক্রান্ত নথিপত্র যেমন- পরিচয়পত্রও সঙ্গে রাখা হয়েছে। যে কোনও সাহায্যে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

প্রয়াত বঙ্গ রাজনীতির ‘চাণক্য’ মুকুল রায়
প্রিয় মুকুলের প্রয়াণে বেদনাহত
মমতা, শোকজ্ঞাপন মোদিরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি:
মুকুল রায়। বয়সের হিসেবে ৭১। রাত প্রায়
নাগাদ সল্টলেগের এক বেসরকারি হাসপাতালে
নিশ্চিন্তা ভাগ করেন বর্ষি়ান এই রাজনীতিক
শুভ্রাংশু বাবার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেছেন
রায়ের প্রাণের খবর ছড়িয়ে পড়েই রাজ
মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপা
বাইরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে অনুরাগীর
কয়েক মাস ধরেই গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে কল
একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন
প্রাণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ
মহলে। মুকুল রায় ভগ্নমূলে এক সময়
বন্দোপাধ্যায়ের পরে দলের সেকেন্ড ইন ক

হাসপাতালে পৌঁছে পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে জানাবেন। বর্ষীয়ান এই নেতার প্রয়াশে শাসক-বিরোধী ভেদাভেদ ভুলে শোকবর্তী দলের সজু করতেন বঙ্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা তীর ডুমিকা আজ স্মরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। তাঁর বিনিয়োগেই রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে বড় শ্যুনাট্য তৈরি করল। দীর্ঘদিনের সহযোগী, ভ্রাতৃসম রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের প্রাণে বিচলিত এবং বেদনাক্লান্ত মুখান্বিত মমতা বন্দোপাধ্যায়। এঞ্জ হ্যান্ডলে তৃণমূলর হয়ে মুকুল রায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের সূচ্যিচারণা করলেন তিনি। 'দলমত নির্বিশেষে তাঁর অতীত অনুভব করবে রাজনৈতিক মহলা' শোকগঞ্জান করে লিপ্যলেক্ত করল। বঙ্গ রাজনীতির চারণক প্রয়াশে



দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাজ-
জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
করেছেন। দেশের বেল মস্তকীয় হয়েও সামনে
পরে দলের সঙ্গে মেলোমালিনিয়া হয় ও যাকফুল
বিজেপিতে যোগ নেন। শেষ কয়েক বছর
শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয় রাজনীতি
চলানো দূরেই ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১১ :
বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র
বিজেপির টিকিটে জয়ি হয়েছিলেন মুকুল রায়
নির্বাচনের পর তিনি পুনরায় পুরনো দল তু-
ফিরে যান। এর পশ্চিমে দলগতায় বিরোধী আইই
বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে সরব হন
দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বি-
অধিকা রায়ে। বিধানসভার স্পিকার মুকুল রায়
খারিজ করেও অধিকার কয়মা মামলা গড়ায় ক-
হইকোর্টে। হইকোর্ট মুকুল রায়ের বিধায়-
খারিজের নির্দেশ দিলেও সুপ্রিম কোর্ট মানবিক-
থেকে বিবেচনা করে হইকোর্টের দেওয়া বিধায়-
খারিজের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ
করে। ছেলে শুভাংশু রায় এদিন এক বেস-
সরবাদানধামকে জানিয়েছেন, রাত পর দেউতা
বাবা মারা গিয়েছেন। আপাতত তিনি কাঁচারা-
রয়েছেন। সেখান থেকে কলকাতায়

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। সোমবার সকালে মুকুল রায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তৃণলোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মৃত্যুচারণা করলেন দলের সুপ্রিয়ো তথা মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যাণ্ডেলে তিনি লেখেন, ‘প্রবীণ রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের প্রয়াণের সংবাদে আমি বিচলিত ও মর্মহত। তিনি আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী সঙ্গী ছিলেন, বহু রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযোগী ছিলেন। তাঁর বিলম্বিত খবর আমাদের দেবনাহত করেছে।’ মমতা আরও লেখেন, ‘মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক-লাগু থেকে দলের জন্য প্রাণপাত করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন, দলের সর্বস্তরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পরে তিনি ক্ষিপ্ত পথে যান, অবদান ফিরেও আসেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অপর এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কথা জোলায় নয়। দলান্ত নির্বিশেষে তাঁর অভাব অনুভব করবে রাজনৈতিক মহলা।’ পাশাপাশি মুকুলপুত্র শুভাশুভে শজ্জা হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মমতা। মুকুল রায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি বাংলার লেখেন, ‘প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোকাহত। তাঁর রাজনৈতিক অতিজ্ঞতা ও সামাজ্যসেবামূলক চরেষ্টা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবার ও সর্মথকদের প্রতি সমবেদনা জানাই।’

বেআইনি নির্মাণে ফ্লোড প্রকাশ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিনির্মাণ, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে বেসাহিনী নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ছড়াদির্নরে।
হয়েছে বহু। জমা পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ রিপোর্ট।
বেসাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে
প্রশংসা করলে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি
সিনহা। মামলার পর্যবেক্ষণে বিচারপতি স্পষ্ট
‘বেসাহিনী নির্মাণে ভাণ্ডার বিশেষে রাজ্যের উপর
‘ভরসা নেই’ সামবার মামলার শুনানিতে বিচার
বলে, “এসব নির্মাণ নিয়ে আদালতের কাছে
জমা পড়েছে, কিন্তু প্রাউন্ড লেভেলে কেনও কাজ
এখন কোনও তথ্য নেই। কোর্ট রিপোর্টের ভাঙে
গিয়েছে। আর রিপোর্ট নেব না। এবার ফিজিক্যালার
হয়েছে দেখতে চাই।” রাজ্য না পারলে আলো
করেন বিচারপতি। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সর-
মামলায় যুক্ত করার কথা বলে বিচারপতি সিনহা।

মামলাকারীরা আইনজীবী জানান, কেএমসি-র কার্যে পরিকাঠামো চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু তাদের কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। চৌবাগা সহ আশাশুভপুর এলাকায় বহুআইনি বিদ্যুৎ কাটার কাজ করা যাবার বিক্ষোভের জন্য জেলা জায়গাকে আগের অবস্থায় ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও জানান। বিচারপতি বলেন, যে ২০৫টি বহুআইনি নির্মাণ ভাঙার কথা বলে হয়েছিল সেগুলির কি হল? এর উত্তরে 'ইস্ট কলকাতা ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট অর্থনৈতিক'র তরফে বলা হয় যে বহুরার জেলাশাসককে বলেও কোনও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিচারপতি বলেন, "এইভাবে রাজ্যের খেতের সাহায্য না পাওয়া গেলে, প্যারামিলিটারি ফোর্সের জন্য অর্ডার দেবা এছাড়া আর কিছু করার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করুন। আপনারা যদি বৈক্ষোভের মামলাতে না পরেন তাহলে অন্য এজেন্সিকে ডাকলে হবে।" আগামী ১৬ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

‘ইরান ছাড়ুন’, বিক্ষোভের
দর জন্য নির্দেশিকা দিল্লির

তবে। ইরানে
ব্যবসায়ী থেকে
জন্যই নির্দেশিকা
ন বসবাসকারী
জরুরি ভিত্তিতে হেল্পলাইন নম্বর
একটি ই-মেলও দেওয়া
বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক
দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ



ভারতীয়দের তাদের ভ্রমণ এবং অভিবাসন সংক্রান্ত নথিপত্র যেমন পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রও সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেকোনও সাহায্যের জন্য তাদের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাস

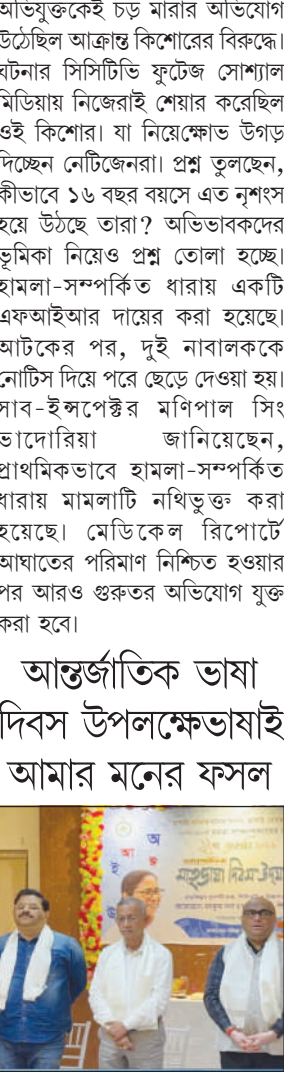
জরুরি ভিত্তিতে হেল্পলাইন নম্বর জারি করেছে।
একটি ই-মেলও দেওয়া হয়েছে। ইরানে
বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের ভারতীয়
দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা

হয়েছে বিক্ষোভ। রাষ্ট্রায় নেমেছেন ছাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও খামেনেইর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ছাত্রা। খামেনেইকে 'খুনি শাসক' বলেও সম্বোধন করতে দেখা গিয়েছে। বিক্ষোভেরে আওনত ক্রমশ ছড়াচ্ছে। ইরান-আমেরিকার মধ্যে যে কোনও সময়ই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। আমেরিকার তরফে বারবার সেককমই ইঙ্গিত মিলেছে বারবার। এইমধ্যে পরমাণু বোম্বপত্বে বারবার ফের ইরানের সঙ্গে ঠেঁকে বসতে চলেছে আমেরিকা। সেই ঠেঁকই চিরাব করবে, আগামীদিনে দুই দেশের মধ্যে কী পরিস্থিতি হতে চলেছে। আদৌ কী যুদ্ধ লাগবে? ইরানের পরমাণুবিক সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম নিয়ে বারবার আপত্তি তুলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে কয়েকদিন আগেই একটি মার্কিন এরিফটে দাবি করা হয়েছে, ইরানের সঙ্গে সুপ্রিম লিডারকে খুবো পরিকল্পনা করেছে ট্রাম্প। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যদি পরমাণু প্রোগ্রাম নিয়ে আমেরিকার কথা না মানে ইরান, তাহলে ইরানের সুপ্রিম লিডার আযাতোল্লাহ আলি খামেনেই ও তাঁর ছেলে মোজতবাবে খুন করা হতে পারে।

চডের বদলা, সহপাঠীকে ২৭ বার কোপাল দুই কিশোর, কেটে ফেলা হল আঙুল!

সংবাদ সংস্থা, ভোপাল, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ হাডহিম কাণ্ড ভোপালো। দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে ৩০ সেকেন্ডে প্রায় ২৭বার কোপানোর অভিযোগে ঊঠল দুই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ওই কিশোর। জানা গিয়েছে, খেলা নিয়ে ঝগড়া চলাকালীন ওই দুই সহপাঠীকে চাড মেরেছিল আহত কিশোর। তারই বদলা নিতে ছুরি দিয়ে নৃশংসভাবে তাকে কোপানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এখানেই শেষ নয়, আরও চমকে দেওয়ার বিষয় হল অভিযুক্ত দুই কিশোর নিজেদের কীর্তি নিজেরাই জানা গিয়েছে, তেপালের একটি মুকার ক্লাবের ভিতরে ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুই কিশোর ক্লাবে প্রবেশ করছে, একেবারে ফিল্মি স্টাইলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, ১৬ বছরের কিশোরের উপর চড়াও হয় তারা। তারপরই আচমকা ছুরির কোপ। প্রায় ৩০ সেকেন্ড ধরে ২৭বার কোপ মারা হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিশোর। তারপরই দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ওই কিশোর। তার হারের কজিতে ১০টিরও বেশি গভীর ক্ষত হয়েছে। আনুদিকিত অন্য হাতের দুটি আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে। কাঁধ এবং পিঠেও গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে খবর। ঘটনার পরই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত কিশোরকে। বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসধীন রয়েছে ওই কিশোর। আহত কিশোর ভোপানের গৌতম নগর থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, মুকার ক্লাবে নিম্নিত যাতায়াত ছিল তারা। ১৬ বছর বয়সী দশম শ্রেণির ছাত্র ও অভিযুক্ত দুই যুবক একই কোটিং সেন্টারে পড়াশোনা করত। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, প্রতিশোধের নেওয়ার জন্যই কিশোরের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার কয়েকদিন আগে, পুলিশের একটি খেলা চলাকালীন তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল। সেইসময় দুই অভিযুক্তকেই চড় বারার অস্ত্রযোগে উঠেছিল আক্রান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেরাই শেয়ার করেছিল ওই কিশোর। যা নিয়েক্ষোভ উগড় দিচ্ছেন নেটিজেনরা। প্রশ্ন তুলছেন, কীভাবে ১৬ বছর বয়সে এত নৃশংস হয়ে উঠছে তারা? অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। হামলা-সম্পর্কিত ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আটকের পর, দুই নাবালককে নোটিস দিয়ে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাব-ইন্সপেক্টর মণিপাল সিং তাদোরিয়া জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে হামলা-সম্পর্কিত ধারায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে। মেডিকেল রিপোর্টে আঘাতের পরিমাণ নিশ্চিত হওয়ার পর আরও গুরুতর অভিযোগ যুক্ত করা হবে।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষেভাষাই আমার মনের ফসল



জয়ন্ত দাস,শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি এই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষেভাষাই আমার মনের ফসল, “ভাষাই মোদের ভোর”শিলিগুড়ির রামকিষ্কর হলে মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস উদ্যাপন আয়স্বর সঙ্গ পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়াদ গৌতম দেব তথ্য আধিকারিক অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। এদিনের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জ্ঞানে বক্তব্যের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই মতামত বাতরসম্পর্কে স্পেশাল ব্রহ্মই ভ্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এআই শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা, প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারিঃকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে ঘিরে বিশ্বজুড়ে যখন নতুন দিগন্তের সন্ধান চলছে, তখন সেই বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল ভারত। রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এআই শীর্ষ সম্মেলনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে যে সাড়া পড়েছে, তারই প্রতিফলন উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, দিল্লিতে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার প্রশংসা করেছে। তার কথায়, এই সম্মেলন শুধু একটি প্রযুক্তিগত আলোচনা নয়, বরং ভবিষ্যৎ মানবসমাজের দিশা নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।সম্প্রতি নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত হয় ‘ এআই ইন্সপ্যাক্ট সম্মেলন’। এই সম্মেলনে ফ্রান্স, ব্রাজিল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, নীতি নির্ধারক, প্রযুক্তিবিদ এবং শিল্প জগতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক স্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও প্রশাসনিক কাঠামোয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে, সেই বিষয়গুলিই ছিল আলোচনার মূল কেন্দ্র। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান ভারতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও দক্ষ মানবসম্পদের প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী তার বার্তায় বিষয়ভাবে উল্লেখ করেই বলেন, এই সম্মেলনে ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রযুক্তিগত চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের তরুণ সহকর্মীদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা শুধু দেশের উন্নয়নেই নয়, সমগ্র মানবতাকে কল্যাণে কার্যকর হতে চলেছে। এআই-র মতো অগ্রসর প্রযুক্তি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতির

এখনই মন্তব্য করা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, মার্কিন শুষ্কের প্রভাব সম্পর্কে বললেন নির্মলা



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোমবার নতুন দিল্লিতে বাজেট-পরবর্তী প্রথাগত বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাকের কেন্দ্রীয় পরিচালক পরিদর্শন কাছে বক্তব্য রাখেন। মার্কিন শুষ্কের প্রভাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতির বিষয়ে, আমার মনে হয় মন্তব্য করা আমার পক্ষে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। বাণিজ্যের বিষয়ে, বিশেষ করে সাধারণভাবে ভারতীয় অর্থনীতির বাইরে, বাণিজ্য মন্ত্রক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে এবং প্রতিনিধিলদক কখন আরও আলোচনায় তেতে ছা ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার পক্ষে মন্তব্য করা



হাতিয়ার নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়, স্বচ্ছতা এবং সুযোগের সমান বণ্টনের পথও প্রশস্ত করতে পারে বলেই মত প্রকাশ করেন তিনি।ভারত ইতিমধ্যেই ডিজিটাল পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আধার, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই, ডিজিলকার, কোউইন প্ল্যাটফর্মের মতো একাধিক উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ও পরিকাঠামোকে ভিত্তি করেই এআই ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রযাত্রা আরও গতিশীল হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্মেলনে আলোচনা উঠে আসে, কীভাবে ভারত তার বিপুল জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারোসম্মেলনে উপস্থিত একাধিক বিশেষ প্রতিনিধি তাদের বক্তব্যে বলেন, এআই প্রযুক্তির বিকাশে ভারতের যে পরিকাঠামো, গবেষণা পরিশেষে এবং স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বিশেষত ভারতের আইটি খাত এবং সফটওয়্যার পরিষেবা শিল্প বহু বছর ধরেই বৈশ্বিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে বলে মত প্রকাশ করেন তারা।এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল দায়িত্বশীল ও নৈতিক এআই ব্যবহারের প্রশ্ন। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অপব্যবহার, তথ্য সুরক্ষা, গোপনীয়তা এবং কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন, প্রযুক্তি যেন মানবকেন্দ্রিক হয় এবং মানুষের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই ভারতের অগ্রযাত্রা। তিনি উল্লেখ করেন, এআই-এর উন্নয়ন ও প্রয়োগে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রযুক্তি সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।ভারত মন্ড পমে আয়োজিত এই সম্মেলনকে অনেকেই ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করছেন। কারণ, এখানে শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি সামনে এসেছে-কীভাবে এআই প্রযুক্তি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান কমাতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে সঠিক পূর্বাভাস, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দ্রুত রোগ নির্ণয়

ভারত ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার নতুন দিল্লিতে ভারত ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। ভারত ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, আপনাকে কেবল ৫০০ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। তিন বছর পর কী হবে? ধরুন ভারত ট্যাক্সি ২৫ কোটি টাকা আয় করে, তাহলে এই ২৫ কোটি টাকার ২০ শতাংশ, অর্থাৎ ৫ কোটি টাকা, আপনার মূলধন হিসেবে ভারত ট্যাক্সির আয়কর থেকে জমা হবে এবং ৮০ শতাংশ আপনার আয়কর থেকে ফেরত জমা হবে, ট্যাক্সিটি কত কিলোমিটার চালিয়েছে তার উপর নির্ভর করে। এখন, আপনি নির্দিষ্ট ভাড়া পাবেন। কিন্তু আপনি মালিক, তাই লাভের অংশও আপনার থাকা উচিত। তাই

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতকৈ দ্বি দক পাঠদান-এআই-এর সম্ভাবনার পরিধি বিস্তৃত। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় ও বৃহ দেশে এই প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনমান উন্নত করতে পারে।বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, সে কেবল প্রযুক্তির ভোক্তা নয়, বরং উদ্ভাবনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া’ ও ‘ মেক এন ইন্ডিয়া’-র মতো উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এআই ক্ষেত্রেও দেশীয় গবেষণা, স্টার্ট-আপ এবং শিল্প বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকার ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে এআই নীতি প্রণয়নের দিকে এগিয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা প্রকল্প চালু হয়েছে। সম্মেলনের পর প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি এই ঘটনাকে ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে দেখছেন। আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের সক্ষমতার স্বীকৃতি দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক বড় প্রেরণা হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর ভবিষ্যতের পথে হাটতে গেলে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে-এই বার্তাই উঠে এসেছে সম্মেলনের আলোচনারাবিশ্ব যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আগামী দশকের চালিকাশক্তি হিসেবে দেখছে, তখন সেই যাত্রাপথে ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে প্রস্তুত, তারই ইঙ্গিত মিলেছে দিল্লির এই এআই শীর্ষ সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এটি শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও সহযোগিতার হাত ধরে এআই ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রযাত্রা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে বলেই প্রত্যাশা।

ভারত দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে:তুহিন কান্তি পাণ্ডে

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে আশার কথা শোনালেন সেবির চেয়ারম্যান তুহিন কান্তি পাণ্ডে। তিনি বলেন, ভারত দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। সোমবার মুম্বইয়ে আয়োজিত পোর্টফোলিও ম্যানেজারস কনফ্রেঞ্চে সেবি-র চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পাণ্ডে বলেন, ভারত দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে।তিনি আরও বলেন, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম



অর্থনীতি হওয়ার পথে রয়েছে ভারত। এই প্রবৃদ্ধি ধনী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবে, যারা মানসম্মত পণ্যের বাইরে পেশাদারভাবে পরিচালিত বিনিয়োগ সমাধান খুঁজছেন।

ঝাড়খণ্ড পুর নির্বাচনে ভোট দিলেন সঞ্জয় শেঠ, ভাগ্যপরীক্ষা ৬১২৪ জন প্রার্থীর

রাঁচি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ঝাড়খণ্ড পৌর নির্বাচনের জন্য ভোট দিলেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। সোমবার সকালে রাঁচির একটি বুথে গিয়ে নিজের গণভোক্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। ভোট দেওয়ার পর প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ বলেন, এখানে উসাহ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে আগের রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে। ভোটারে শতাংশ কমানোর জন্য ঝড়ঝঞ্ঝা হয়েছে। যখন আমি ভোট দিতে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের প্রায় ১৫ মিনিট সময় লেগেছিল। আমরা প্রথমবারের মতো দেখছি, একই ব্যালট বাস্ক রাখা কি সম্ভব ছিল না? এটা ভুল। মেঘর এবং কাউন্সিলরের ব্যালট বাস্ক আলাদা হওয়া উচিত। এটা নির্বাচন কমিশনের একটি ভুলকে সমাধানের ঝাড়খণ্ডের ৪৮টি পুরসভার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৪,৩৬,৫৭৪ জন ভোটার ৬,১২৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪,৩০৪টি। মেঘর, চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ভোটগ্রহণ বিকল ৫টা পুরন্ত চলবে। মহিলারাও বিপুল সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ব্রেক ফেল করে রানওয়েতে ছিটকে পড়ল তেজস, কেন বারবার দুর্ঘটনার কবলে যুদ্ধবিমান?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফের দুর্ঘটনার কবলে তেজসা জানা গিয়েছে, অবসরের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বিমানটি। মুহূর্তের মধ্যেই বিমানটি দুমড়ে-চুচড়ে যায়। বিমানটি যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে আরও একটা তেজস হারাল ভারতীয় বায়ুসেনা। তবে, ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিপদ বুঝে আগেই বিমান থেকে বেরিয়ে আনেন পাইলট। এই নিয়ে গত দুই বছরে তিনটি যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, চলতি মাসের শুক্রর দিকেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণ সেরে সেনাঘাটিতে ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। অবতরনের সময় ব্রেক কোনওভাবে কাজ করছিল না বলে খবর। ব্রেক ফেল করার কারণেই রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে যুদ্ধবিমানটি। মাটিতে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুমড়ে-চুচড়ে যায় বিমানের কাঠামো। ঘটনার পর থেকেই বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর বায়ুসেনা। কেন বারবার দুর্ঘটনার কবলে

পড়ে যুদ্ধবিমান? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ঘটনার পর প্রায় ৬০টি এক আসন বিশিষ্ট যুদ্ধবিমান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমানগুলির যান্ত্রিক ক্রটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি সবুজ সংকেত পাওয়া যায়, তবেই যুদ্ধবিমানগুলি ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, এই নিয়ে তৃতীয়বার তেজস দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের জয়সালমেরে ভেঙে পড়েছিল যুদ্ধবিমানটি। দ্বিতীয়বার দুবাঁইয়ে এয়ার শো চলাকালীন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তেজসা। ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল পাইলটেরা। ৫ বছর আগে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড-এর ৮৬টি তেজস যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকায় ২০২১ সালে চুক্তিটি হয়। পরে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ৬২,৬৭০ কোটি টাকায় আরও ৯৭টি যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু, জানা গিয়েছে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারেনি ওই সংস্থা।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অশান্তি! নেপালের বীরগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি

কাঠমান্ডু, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ নেপালের পরাসা জেলার বীরগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে সোমবার সকাল পৌনে ১০টা থেকে কার্ফু জারি করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। বীরগঞ্জ পুরসভা এলাকায় কার্ফু জারি করে এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির বাইনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।বীরগঞ্জ বিচারের রজ্জী সীমাত্তে এখন থেকেই অনেকে ভারত থেকে গোলা বান, আবার নেপাল থেকে ভারতে আসেন। সূত্রের খবর, বীরগঞ্জ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গিরপুরে গাড়ি পার্কিং নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় গোলাবাল বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয়। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তা নিশ্চিত করতেই কার্ফু জারি হয়েছে। পরাসা জেলার পুলিশ কর্তা নরেশরাজ সুবেরী জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নেপাল পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও নেপাল সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলাস্কা, তীব্রতা ৬.৬

নিকোলস্কি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ জোরালো ভূমিকম্প আলাস্কায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৬। জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরেরাতে আলাস্কার অ্যালোউসিান দ্বীপপুঞ্জের কাছে অনুভূত হয় কম্পন। কোনও হতাহতের খবর এখনও মেলেনি।মার্কিন ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, সোমবার নিকোলস্কি এলাকা থেকে প্রায় ৯৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আচমকা কম্পন অনুভূত হয়। তবে এখনও পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।এ দিন আলাস্কায় হওয়া কম্পনের গভীরতা ছিল ১৯.৯ কিলোমিটার। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মাটির অগভীর স্তরে হওয়ার কারণে বেশ জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে। এ ছাড়াও, কিছুক্ষণ পরে এলাকায় একটি অনুকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে।

জিআরপি-র তৎপরতায় মুর্শিদাবাদের নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার,ঃকাটোয়া স্টেশনে মিলল হদিস

কাটোয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃরেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) বিশেষ তৎপরতায় মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নিখোঁজ হওয়া এক নাবালিকাকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। হাওড়া জিআরপি জেলার অন্তর্গত কাটোয়া রেল স্টেশনে এই ঘটনাটি ঘটেছে।সোমবার জিআরপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানা থেকে ১৩ বছর বয়সী এক নাবালিকা নির্ধোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। এই তথ্য পাওয়ার পরপরই জিআরপি তাদের মনস্ত প্যোস্টকে সতর্ক করে দেয় এবং নাবালিকার সন্ধানে তত্ত্বাশি শুরু করে।তত্ত্বাশি চলাকালীন গত রবিবার কাটোয়া জিআরপি থানার অধ্গত ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক নাবালিকাকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরতে দেখে জিআরপি-র একটি দল। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সহকারী উপ-পরিদর্শক রমজান আলি এবং সঙ্গে ছিলেন মহিলা

কনস্টেবল নীলাঞ্জনা প্রামাণিক। শক্তিপুর থানার দেওয়া বিবরণ এবং হবির সঙ্গে মিল পাওয়ায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে কাটোয়া জিআরপি থানায় নিয়ে আসা হয় এবং চাইল্ড প্রোটেক্টি কর্নারে সুরক্ষিত রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মোয়েটি নিজের যে পরিচয় দেয়, তা পুলিশের কাছে থাকা তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।পরবর্তীতে কাটোয়া জিআরপি থেকে খবর পেয়ে শক্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিক রা নাবালিকার অভিভাবকদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, দ্রুত পদক্ষেপ এবং সঠিক সমঝয়ের কারণেই নিখোঁজ নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

রাশিফল

মেমঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন শক্তি এবং উৎসাহ আসবে। আপনি অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে পারেন।
বৃষঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। শুভ দিন হবে মিন্ধঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনার আইডিয়াগুলি সহজেই আপনার চারপাশের লোকদের আকর্ষণ করতে পারে। সামাজিক সম্পর্ক মজবুত হবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
কর্কট রাশিঃ আজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিমন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত।তাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। আপনি কিছু পিকনিক স্পটে গিয়ে আপনার প্রেম আলোকিত করতে পারেন।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি অনেক সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার চারপাশে একটি ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে পড়বে, যা আপনি সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পন্থা। সন্তান হতে পারে আজকে।
কন্যাঃ এখন একটি দিন দেখানো আপনি আরম্ভ করতে সমর্থ হবেন। আপনার শৌখিনজীবনে আপনি তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে দিনটি ইতিবাচক দিন হবে। সামাজিক জীবন শক্তি এবং উসাহে পূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো উত্তোভোগ করবেন। সংখ্যারে শান্তি।
বৃশ্চিকঃ আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। এটি এড়ানো নিশ্চিত করুন অন্যথায় আপনাকে পরে অনুতাপ করতে হবে।
ধনুঃ কর্তৃ আর্থি শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বেধি করতে শুরু করবেন- এটিকে প্রতিদিনের অঙ্গ বানিয়ে ফেলুন এবং এটিতে লেগে থাকার চেষ্টা করুন।

মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি অনেক সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি কেবল আপনার কাজেই অগ্রগতি করবেন না বরং অন্যদের সাহায্যে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনেও সফল হবেন।
কুন্তঃকিছু সুজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক প্রভাষ নিতে পারে।
মীর্ষঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতি বাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক হবে। আপনার ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং প্রকল্প শুরু করতে উসাহিত করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে।
সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে

আবহাওয়া

শীতের বিদায় বেলায় আচমকাই কুয়াশার ঘনঘটা দেখা গেল বিভিন্ন জেলায়। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গিয়ে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ বিভিন্ন জেলায় ছিল কুয়াশার দাপট। ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। এদিকে, বঙ্গোপসাগরে ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টি হবে না। সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। কলকাতায় বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবার। এ ছাড়াও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁড়ুয়া।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪১ শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাত হছনি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং ১০ রাত ৫০টা।
ভাটা-দুপুর ০১টা ৫২মিনিট এবং রাত ১০টা ০৭মিনিট।
সূর্য:উদয়ঃ সকাল ৬টা ০৭মিনিটে
সূর্যাস্তঃপারে৫৭৩৫নয়বে আজ ৫টা ৩৬মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

সিপিএম-ঘনিষ্ঠ আইনজীবীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার নতুন অভিযোগ, টানটান উত্তেজনা আদালতপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সিপিএম –ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফের গুরুতর কলঙ্কারির অভিযোগ সামনে এসেছে। আদালতপাড়া সুত্রে জানা যাচ্ছে, ওই সিনিয়র আইনজীবীর বিরুদ্ধে তাঁর অধীনে কর্মরত একাধিক মহিলা জুনিয়র আইনজীবীকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে ওই আইনজীবীরই এক মহিলা জুনিয়র সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমকে একটি চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, সিনিয়র ওই আইনজীবী দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর অধীনে থাকা মহিলা জুনিয়রদের একাংশের প্রতি অশালীন আচরণ করতেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালতপাড়া এবং রাজনৈতিক মহলে চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সুত্রের দাবি, ওই আইনজীবীর চেষ্টারে প্রায় ত্রিশজন জুনিয়র কাজ করেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। অভিযোগ উঠেছে, আদালত থেকে চেষ্টারে ফিরে অনেক সময় জুনিয়র মহিলা আইনজীবীদের পোশাক পর্যন্ত খুলতে বাধ্য করা হয়। এমনকি কালো কেট, জুতো এবং মোজাও খুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে

বাবার প্রতি ছেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি



মহন্ত দশগুপ্ত : স্বর্গীয় বাবা ব্রজেন চৌধুরী একটা ছোট্ট সৈন্যনাকে নিয়ে ছেলে শুভজি ওর মাকে নিয়ে একটা ছোট প্রচেষ্টা বহাল রাখলেন, সেই বিষয়েই একটা ছোট ছবি তৈরী করলেন ইউ টিউব-এর জন্য। দোকানের নাম-বেহালার আড্ডা- আর গল্পের নাম-শ্রদ্ধাঞ্জলি-গল্পটি এই দোকানকে কেন্দ্র করে। যে বাবা দোকানটি তৈরী করেছিলেন কিন্তু আজ তিনি নেই, আছে তার অসংখ্য স্মৃতি। আর এই দোকানে যেমন ভাবে ভদ্র লোকপের আনা-গোনা রয়েছে ঠিক তেমন ভাবেই তোলাবাজদেরও জুলুমপাজ রয়েছে, আবার এদেরে পাশাপাশি কেমন অবস্থান, সেটিই এই ছবিতে পরিদর্শিত হয়েছে। ছবির কাহিনী ও পরিচালনায় শুভজি চৌধুরী, কামরায় চন্দ্রজিৎ, অভিনয়ে বনি ক্যানার্ডি,(যিনি এর আগে অনেক সিনেমা ও সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন এক হিসেবে নামই অভিনেতা), পৌলী, অনুপ দাস, শহীদ বর, সৌকত এবং চন্দ্রজিৎ। পরিচালক এই ছবি তার বাবাকে শ্রদ্ধাঞ্জলী রূপে অর্পণ করেছেন। প্রচারে শুভরত্ন যোথ।

এক নাবালিকাকে বিয়ে করে খুনের অভিযোগে ধৃত মৃতের স্বামী ও শশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে বিবাহ করে তার উপর শারীরিক নির্যাতন ও মেরে ফেলার অভিযোগে গ্রেফতার মৃতার স্বামী ও শশুর জয়নগরে।পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, কয়েক মাস আগে ফেমবুক মারফত প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় উষ্টি থানা এলাকার শান্তি গায়নের সাথে। জয়নগর থানার দক্ষিন বারশত এলাকার ১৮ বছরের এক যুবক দেবাশীষ নন্দরের।গত মাসে তাদের বিবাহ হয়।আর তার পরে শশুর বাটিতে চলে আসে শান্তি গায়ন।এর পরগনায় বিজেপির পরিবর্তন করারতেন ঘটনা ঘটার অভিযোগ ওঠে।আর রবিবার দেবাশীষ নন্দরের বাা থেকে নাবালিকা শান্তির দেহ উদ্ধার হয়।পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনায় রবিবার রায়দীঘি আসছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৩৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। আর এবার পারির চোখ করে নির্বাচনেনজর বিজেপির।আর তাই এবার বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় অমিত শাহ আসছেন।দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তৃণমূলের শক্ত ঘাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকেই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন অমিত শাহ। রবিবার ১ লা মার্চ রাজ্যের আরও চার প্রান্ত থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা হবে।তবে অমিত শাহ বেছে নিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যেখানে বিজেপির কোনও বিধায়কই নেই।তৃণমূলের শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত এই জেলা।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১ লা মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন।বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনার জন্য অমিত শাহ বেছে নিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিকে।আগামী ১ মার্চ রায়দিঘি থেকে সূচনা হবে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। সেখানে থাকবেন অমিত শাহ স্বয়ং। ওই একই দিনে রাজ্যের আরও চার প্রান্ত থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হবে। পরের দিনই শুরু হবে আরও চার প্রান্তে। তালিকায় উত্তরবঙ্গও রয়েছে, যেখানে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি তুলনায় বেশি বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু অমিত শাহ বেছে নিলেন তৃণমূলের দেড় দশকপের দুর্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে।গোটা ভারতে নগ্রেপ্র মোদীর প্রধান নেনাপতি হিসাবে যিনি পরিচিত, তাঁকেই কেনে

মহানগরের খবর

সিপিএম-ঘনিষ্ঠ আইনজীবীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার নতুন অভিযোগ, টানটান উত্তেজনা আদালতপাড়ায়



করণিকের ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা বেরিয়ে যেতেন। অসমর্থিত সুত্রের খবর অনুযায়ী, চেষ্টারে ফলস সিলিং দিয়ে একটি আলাদা অ্যাটিচেষ্টার তৈরি করা হয়েছে, যেটিকে অনেকে বেডরুম বলে উল্লেখ করেছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, ওই অ্যাটিচেষ্টারই যৌন হেনস্তার মূল কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। জানা গেছে, আইনজীবী নিজের

পৃষ্ঠ প্দমতো জুনিয়রদের ডেকে ওই অ্যাটি চেষ্টারে পাঠাতেন। বাইরে থাকা এক পরিজন চেষ্টারের দরজার বাইরে পাহারা দিতেন বলে অভিযোগে। যাতে তেতরে কেউ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রবেশ করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা রাখা হতো বলে

কেনও দিন রাত একটার সময়ও তাকে চেষ্টার থেকে বের হতে দেখা গেছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও আলোকপাত হয়েছে বিভিন্ন মহলে। জানা গেছে, ওই আইনজীবীর স্ত্রী পেশায় চিকিৎসক। তবে পারিবারিক দূরত্বের কারণে তিনি বর্তমানে ভিন্ন রাজ্যে বসবাস করেন। কলকাতায় ওই আইনজীবী তাঁর এক পরিজনের সঙ্গে থাকেন বলেও সুত্রের খবর। অভিযোগকারী মহিলা জুনিয়র আইনজীবী দাবি করেছেন, সিনিয়র ওই আইনজীবীর অভব্য আচরণ দীর্ঘদিন ধরে চললেও ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

সম্প্রতি চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানানোর পর অনেকেই সাহস প্রদায় দিতেন। ফলে অনেকেই ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাননি। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, একাধিক মহিলা জুনিয়র দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অস্থিতিতে ভুগলেও প্রকাশ্যে

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে নীতিগত উদ্যোগের প্রস্তুতি গ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশনের ৯ম রাজ্য সম্মেলনের ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, রাজ্যের বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সঙ্গে সমন্বয়কারী বৃহত্তম সংগঠন প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের ৯ম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক উচ্চপর্ষায়ের প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করে।এই বৈঠকে রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি ১৮টি জেলার নার্সিংহোম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৩ ও ২৪ মার্চ ভেদিক ভিলেজ রিসোর্টে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সার্বিক সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করা হয়। বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন, কার্যকরী রূপরেখা চূড়ান্তকরণ এবং একটি বিস্তৃত অতিথি তালিকা অনুমোদনের মাধ্যমে সম্মেলনকে সুস্বচ্ছল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজউদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কানাইলাল

দাস, সভাপতি অশুতোষ মণ্ডল এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব- স্বস্যাচাী সাহা, অক্ষর রায় চৌধুরী, গৌতম পাত্র, অমিত কুমার বিশ্বাস, অভিজিৎ মণ্ডল, ডাঃ জয়বেব কোলে, সঞ্জীব দাস, ডাঃ অসিত মণ্ডল এবং ডাঃ মোশারাক হোসেন প্রমুখ।সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রা দফতরের মুখ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং উদ্বোধক হিসেবে অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী সৃজিত বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা, বিধায়ক ও নিযন্ত্রক সংস্থার প্রধানদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা জোরদার করা, প্রশাসনিক কাঠামো উন্নত করা এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহ বেসরকারি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি স্থিতিশীল নিবন্ধিত পরিবেশ গড়ে তোলা। পাশাপাশি, রাজ্যের ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প ‘ সাথী ’-র কার্যকর বাস্তবায়ন গঠনমূলক সহযোগিতার প্রতিক্রতিও পুনর্যুক্ত করা হয়েছে।সম্মেলনে একটি বিস্তৃত দাবি সনদ পেশ করা

হবে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্লিনিকাল একাউন্টবিলিটিং আইন-এর যুক্তিসঙ্গত সংশোধন, একক-জনালা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, অগ্নিনির্বাপণ ও দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সহজীকরণ, নির্দিষ্ট সমবয়সীমার মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একচেটিয়া প্রথার নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ আলহাজউদ্দিন বলেন, আমাদের লক্ষ্য বিরোধ নয়, সমন্বয়। সাধারণ মানুষের জন্য সশ্রমী, সহজলভ্য ও দায়বদ্ধ চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে সরকার ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি সুসংগঠিত অংশীদারিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপ্তগণে আসন্ন এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংলাপে পরিণত হতে চলেছে।

দালালের বাড়ি থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী!



গোপাল বিশ্বাস,নদিয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নদিয়ার হাঁসখালী থানার অন্তর্গত উমরপুর এলাকায় ভোররাতে গোপন সুত্রের ভিত্তিতে বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ। অভিযানে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ আবু সায়েদ বারি (চট্টগ্রাম), মহম্মদ আল মামুন বাড়ি (যশোর), মহম্মদ ফরহাদ খান বাড়ি (চট্টগ্রাম) পুলিশ সুত্রে খবর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়ে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর তারা দিল্লিতে যায়। সম্প্রতি পুনরায় হাঁসখালিতে ফিরে আসে স্থানীয় এক ভারতীয় দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরার উদ্দেশ্যে। অভিযান চলাকালীন জানা যায়, স্থানীয় বাসিন্দা কাদের দফাদারের বাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। তবে পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়েই কাদের দফাদার ও তার স্ত্রী এলাকা ছেড়ে পাালিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজনকে সোমবার রান্যাঘাট আদালতে পেশ করে পুলিশ । পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা ও দালাল চক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। যদিও এই চক্রের সঙ্গে আর করা জড়িত তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাড়া সমাধান’ প্রকল্পে রাস্তা পুনরায় করার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের ‘পাড়া সমাধান’ প্রকল্পে হাওড়ার ৪০নং ওয়ার্ডে রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় ওই কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ হাওড়ার ওই ওয়ার্ডে ‘আমাদের পাা, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজ রবিবারই শেষ হয়েছে। কিন্তু সেই ‘ঠিকমতো’ হয়নি বলে এদিন সকলের উপস্থিতিতে ওই কাজ পুনরায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদায়ী প্রশাসকমন্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক সেকত চৌধুরীর উপস্থিতিতে পুনরায় ওই কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে সেকত চৌধুরী বলেন, ‘দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪০নং ওয়ার্ডে সোমবার হাওড়া পুরসভার তরফে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করা হয়। এখানে রাস্তা নির্মাণের কাজ গতকাল (রবিবার) শেষ হলেও, সেই কাজ নিয়ে আমরা কেউই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এই কারণে হাওড়া পুরসভার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, রাস্তা নির্মাণের কাজে যুক্ত ঠিকাদার এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ওই রাস্তা এদিন পরিদর্শন করা হয়। কিভাবে ওই রাস্তা পুনরায় সঠিকভাবে নির্মাণ করতে হবে.

টলিপাড়ার তারকা আবাসনে অগ্নিকাণ্ড,ইএম বাইপাসে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি :রাজধানীর ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি অভিজাত আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সোমবার সকালে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই আবাসনটি টলিপাড়ার বহু জনপ্রিয় তারকার বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। জানা গেছে, আবাসনের একটি পাঁচতলা টাওয়ারের ব্যালকনিতে আচমকাই আগুন জ্বলতে দেখা যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। আগুন দেখে বাসিন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত সতর্ক হন এবং প্রাণ বাচাতে অনেকেই তড়িঘড়ি নিচে নেমে আসেন।

ইএম বাইপাসের কাছের এই বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দা বহু তারকার। রাজ-শুভ্রতী থেকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ, সর্কলেই এই আবাসনের বাসিন্দা। যদিও ঘটনায় কারও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবু আকস্মিক অগ্নিকার্ডের ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তপরতায় শুরু



হয় আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টার পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আবাসনের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে সক্রিয় থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বাসিন্দরা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, বহুতলের ব্যালকনিতে থাকা এয়ার কন্ডিশনার বা এসি ইউনিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে নিশ্চিতভাবে আগুন

লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। বিস্তারিত তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দমকল আধিকারিকরা। আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর আবাসন এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা থাকলেও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আরও নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

খাস কলকাতায় ফের কিশোরী নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার বাড়িওয়ালা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি :ঃআবারও শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠল খাস কলকাতায়। ফের কিশোরীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ প্রকাশ্যে এল। ঘটনায় সরশুনা এলাকার একটি আবাসিক বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পকসো আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গেছে। নির্যাতনের ঘটনার বয়স ১৬ বছর। সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সরশুনা এলাকার একটি আবাসিক বাড়িতে ভাড়া থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই বাড়ির মালিক এবং কিশোরীর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে। সেই বাড়ির মালিক অভিযুক্ত ব্যক্তি, বয়স ৪৪ বছর। কিশোরীর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে তাদের ঘরেও অভিযুক্তের যাতায়াত ছিল।



করেন অভিযুক্ত। পুলিশ সুত্রে আরও জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে এই ঘটনা চললেও কিশোরী প্রথমে বিষয়টি

কাউকে জানাতে সাহস পায়নি। পরে মানসিক অস্থিতি বাড়তে থাকায় সে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানয়। এরপর নির্যাততার পরিবার দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে অভিযুক্ত ৪৪ বছর বয়সী ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, কী উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত এমন কাজ করতেন এবং ভাড়াটেকদের ঘরে তার নিয়মিত যাতায়াতের পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিশোরীর বয়ানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিণীদের একাংশ এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরে শিশু ও কিশোরীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা ও কর্তার নজরদারি প্রয়োজন।

ছাত্র সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে জখম বাংলার অধ্যাপক! তদন্ত কমিটি গড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : আইসিসি নির্বাচন ঘিরে উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দু’দল ছাত্রের সংঘর্ষে মধ্যে পড়ে জখম হলেন দুই অধ্যাপক। সেই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গড়লেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য জানিয়েছে, ঘটনার তদন্তে একটি অনুসন্ধান কমিটি গড়া হয়েছে। তারা ঘটনার তদন্ত করবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গত কয়েক দিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর উত্তাল অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি বা আইসিসি নির্বাচন ঘিরে। স্ত্রুৎবার বিকেলে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন দুয়ো শিক্ষকেরা। তার পরই সায়েন্স-আর্টস মদেরে কাছে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। সেখানেই মধ্যস্থতা করতে গিয়ে জখম হয়েছেন দুই অধ্যাপক রাজেশ্বর সিংহ এবং ললিত মাধব। রাজেশ্বর যাদবপুরের বাংলা



হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ললিত মাধবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও রাজেশ্বরের আঘাত বেশি ছিল। তাঁর চোখে ঘৃষি মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। চামার কাচ ভেঙে আঘাত লেগেছে নাকে। হাসপাতাল থেকেই রাজেশ্বর বলেছিলেন, দুই দল ছাত্রের মধ্যে গোলমাল হচ্ছিল। সে সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্যই মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলাম। এই দু’দল ছাত্রের কেউই

আমাকে আঘাত করেনি। বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এসে আমাকে মারধর করে।



অধ্যাপকের দাবি, বিবদমান ছাত্রেরই আবার তাঁকে প্রাথমিক শুদ্ধযা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সুত্রে খবর, উই দা ইন্সটিপুন্ডেন্ট (ডেল্লিউটিআই) এবং এসএফআইয়ের মধ্যে গত কয়েক দিন ধরেই চাপানউতের চলছিল। এসএফআই সদস্য এক পত্কার দাবি, তাঁরা আইসিসি নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছিলেন। বিশেষত প্রথম বর্ষের পত্কারা এই নির্বাচনে সক্রিয় হয়েছে। সে বিষয়কে কেন্দ্র করেই গোলমাল চলছিল।

সুন্দরবনের কাদা-মাটি থেকে সাফল্যের শিখরেঃ অদম্য সুদীপ্তার জয়যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া মিটে ওখ নেওয়াচ্ছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের একটি ময়না। ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়। সব ক্ষেত্রেই একটি নাম। বিএসপি এগ্রিকালচারের মেধাবী ছাত্রী সুদীপ্তা বর্মন।নুন আনতে পান্ডা ফুরনোর সংসার। যেখানে দুরেলা দুয়োঁ অন্নসংস্থান।ই এক কটিন সংগ্রাম, সেখানে স্বপ্ন দেখাচি অনেকের কাছেই ‘ কিন্তু সেই অভাবের বোজাল উপকে, সুন্দরবনের নোনা বাতাসের প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করছে মেধাবী সুদীপ্তা বর্মণ। নামখানা র্নকের প্রত্যন্ত গ্রাম দক্ষিণ চন্দনপীড়ি। সেই প্রান্তিক জনপদ থেকেই শুরু হয়েছিল সুদীপ্তার জীবনযুদ্ধ। অতাব ছিল ছায়াসঙ্গী, কিন্তু সুদীপ্তার ছিল এক পাহাড় প্রমাণ জেদ আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

সঙ্গে পেয়েছিল দক্ষিণ চন্দন পিড়ি বিবেকানন্দ স্টেয়েলফোর সোসাইটি এবং পরবর্তীতে নেতাজী সেবা

কেবল কৃষিবিদ্যার এক মেধাবী ছাত্রীই নন, বরং ক্রীড়াক্ষেত্রেও এক প্রতিশ্রুতিবান নাম। এক হাতে বই,



ফাউন্ডেশন। তাদের প্রতিনিয়ত মেটরিং এবং অনুজ্ঞা নেওটিয়ার উৎকর্ষ বৃষ্টি তার লড়াইয়ের পথে ছিটকা সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তার অদম্য জেদ আজ তাকে পৌঁছে দিয়েছে কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়। তিনি

অন্য হাতে খেলার মাঠ। সুদীপ্তার এই লড়াই কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। পড়াশোনার কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নিজেকে দক্ষ করে তুলেছেন খেলাধুলোর মধ্যদানও। মাঠের লড়াই আর জীবনের লড়াই-

দুই জায়গাতেই তিনি সমান পারদর্শী। ইতিমধ্যে তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে জমা হয়েছে একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা, যা সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া কয়েক হাজার মেয়ের কাছে অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত উদাহরণ। সুদীপ্তার মতে, দারিদ্ৰ্য কখনও মেধার পথে বাধা হতে পারে না যদি লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়। সুন্দরবনের চন্দনপীড়ি থেকে উত্তরবঙ্গের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এই দীর্ঘ পথ চলা মোটেই মসৃণ ছিল না। তবুও প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলে স্বপ্ন ছোঁয়া সম্ভব। সুন্দরবনের এই কন্যা আজ শুধু নিজের পরিবারের নয়, বরং গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গর্ব। এলাকার মানুষ এখন সুদীপ্তার মধ্যে দেখছেন আগামীর এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা। যে মাটি থেকে তিনি উঠে এসেছেন, সেই মাটির গান আর লড়াইয়ের গল্প আজ তাঁর হাত ধরে পৌঁছে যাচ্ছে এক নতুন উচ্চতায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাট্টা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮৫, মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২

খোলা চিঠি না ভোটের অঙ্ক

ভোটের মুখে বাংলার রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত। ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে ‘যাত্রা’র ঘোষণা করেছে। কলকাতায় বড় জনসমাবেশের প্রস্তুতি চলছে, যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতির সম্ভাবনা জোরালো। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার বাংলায় সফর শুরু করেছেন। ভোট ঘোষণা হলে যে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের যাতায়াত আরও বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই রাজনৈতিক আবহেই বাংলার মানুষকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রীর খোলা চিঠি নতুন মাত্রা যোগ করেছে নির্বাচনী সমীকরণে চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গত এগারো বছরে তার সরকার যুবসমাজ, কৃষক, নারী এবং প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি দাবি করেছেন, বাংলায় ভূগমূল সরকারের অসহযোগিতা ও বৈরিত্যের পরেও কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। তার কথায়, পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি মানুষ জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পেয়েছেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে পঁচাশি লক্ষ শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। অটল পেনশন যোজনা থেকে উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ু্মান ভারত থেকে কৃষক সন্মান নিধি-সব প্রকল্পেরই উল্লেখ রয়েছে তার চিঠিতে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিঠির তাৎপর্য গভীর। ভোটের আগে সরাসরি জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো নিছক সৌজন্য নয়, এটি একটি কৌশল। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন, কেন্দ্রের সিদ্ধিষ্টি থাকলেও রাজ্যের শাসক দল নানা কারণে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই অভিযোগ নতুন নয়। গত কয়েক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক প্রায়শই সংঘাতপূর্ণ হয়েছে। অর্থ বণ্টন, প্রকল্পের নামকরণ, প্রশাসনিক ক্ষমতা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। জনধন প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাফল্যের কথা বলেছেন। প্রাণীণ ও প্রান্তিক মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি বড় পদক্ষেপ। বহু মানুষ প্রথমবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। সরাসরি অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায়তা পেঁছেছে উপভোক্তার হাতে। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, শুধু অ্যাকাউন্ট খোলাই কি যথেষ্ট? সেই অ্যাকাউন্টে নিয়মিত আয়, সঞ্চয় বা ঋণের সুযোগ কতটা তৈরি হয়েছে? আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রকৃত চিত্র কি পরিসংখ্যানের সঙ্গে মেলে? এই বিতর্ক চলতেই থাকবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে পঁচাশি লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের দাবি নিঃসন্দেহে বড় সংখ্যা। প্রাণীণ স্বাস্থ্য ও নারীর মর্যাদার প্রায় শৌচালয় নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বহু এলাকায় খোলা প্রান্তরে শৌচকলের প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু প্রস্তু উঠছে নির্মাণের প্রয়োান, জল সংযোগ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ এসেছে, নির্মাণ হলেও তা ব্যবহারের উপযোগী নয়। উন্নয়নের সাফল্য তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনে। অটল পেনশন যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ু্মান ভারত ও কৃষক সন্মান নিধির উল্লেখও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উজ্জ্বলা যোজনার গরিব পরিবারের মহিলাদের রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতি হয়েছে বলে দাবি। তবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং বৃত্তিকির সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আয়ু্মান ভারত প্রকল্পে দরিদ্র পরিবারকে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে, কিন্তু বাংলায় এই প্রকল্প কার্যকর হয়নি বলে রাজ্য সরকারের বক্তব্য। কৃষক সন্মান নিধির অর্থ সরাসরি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে, যদিও জমির নথি ও যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই খোলা চিঠির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী একদিকে উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছেন, অন্যদিকে রাজনৈতিক অভিযোগ তুলছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন, কেন্দ্রের সিদ্ধিষ্টি থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেনি। কিন্তু রাজ্যের শাসক দল বারাবরই পাল্টা অভিযোগ করেছে, কেন্দ্র প্রাণ্য অর্থ আটকে রেখেছে এবং রাজনৈতিক কারণে প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এই দ্বন্দ্বের মাঝে সাধারণ মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে? উন্নয়নের কৃতিত্ব কাজ, আর ব্যর্থতার দায় কাজ-এই প্রশ্নই ভোটের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পরিবর্তন যাত্রা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে যে তারা বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজদের প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত। রাজ্যে তাদের সংগঠন সম্প্রসারণ হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার দরজায় পৌঁছিতে এসে গো আড়া জনসমর্থন প্রয়োজন। বড় জনসমাবেশ, সর্বভারতীয় নেতাদের সফর এবং প্রধানমন্ত্রীর খোলা চিঠি-সব মিলিয়ে একটি সুপরিকল্পিত প্রচার কৌশল সামনে আসছে। আগেগ, উন্নয়ন এবং অভিযোগ-এই তিন স্তরের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছে নির্বাচনী বয়ানা। বাংলার রাজনীতি বারাবরই অলাদা চরিত্র বহন করে। এখানে সংস্কৃতি, ভাষা, আঞ্চলিক পরিচয় এবং সামাজিক সংহতি বড় ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় নেতাদের ভাষণ যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই স্থানীয় বাস্তবতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের রাস্তা, শহরের কর্মসংস্থান, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা-এই বাস্তব চাহিদার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মিল খুঁজে দেখেন ভোটাররা। তাই খোলা চিঠির ভাষা যতই আবেগঘন হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার ফারাক কতটা-সেই হিসাব করছেই তারা রায় দেবে। ভোটের আগে তাই রাজ্যের রাজনীতি আরও সরব হবে। পরিবর্তন যাত্রা, জনসমাবেশ, খোলা চিঠি-সবই নির্বাচনী লড়াইয়ের অংশ। কিন্তু এই লড়াই যদি কেবল অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রকৃত উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়, তবেই লাভবান হবে সাধারণ মানুষ। বাংলার আগামী অধ্যায় নির্ধারণের দায় তাদের হাতেই। রাজনীতি তার কৌশল সাজাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের মধ্যে বিজয়ী হবে সেই শক্তিই, যার কথায় ও কাজে মানুষ আস্থা রাখবে।

অনুকূল ঠাকুরের বাণী

“তুমি মন্দ দেখ না কেন, অন্তরের সহিত সর্বদাই তার জলগুণ্টুকু দেখিতে চেষ্টা কর, আর এই অভাস তুমি মজ্জাগত করিয়া ফেলা।”

অনুকূলচন্দ্র মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে সবসময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছেন। তার মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভাল-মন্দ দুই-ই থাকে। কিন্তু আমরা যদি কেবল দোষ খুঁজতে ব্যস্ত থাকি, তবে সম্পর্ক নষ্ট হয়, সমাজে বিরোধ বাড়ে এবং নিজের মনও কলুষিত হয়। তাই তিনি বলেছেন-অন্যের মন্দ দেখার আগে তার ভাল গুণ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। এটি শুধু এক দিনের অনুশীলন নয় বরং এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যা আমাদের স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। এই বাণীর মূল শিক্ষা হলো সহিষ্ণুতা, সহর্মমিতা ও মানবদমে। কারও তুল খাৎকতেই পারে, কিন্তু তার ভিতরে যে সম্ভাবনা, যে সপনুণ রয়েছে, সেটিকে স্বীকৃতি দিলে মানুষ নিজেও পরিবর্তনের পথে এগোয়। সমালোচনা নয়, উৎসাহই মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়-এটাই তাঁর দর্শনের সারকথা। বর্তমান সমাজে যেখানে ছোট ছোট মতভেদ থেকে বা বিভাজন তৈরি হয়, সেখানে অনুকূল ঠাকুরের এই বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোক বা পারিবারিক পরিসর-সব জায়গাতেই প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টি। অতএব, তার এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়- মানুষকে ভালোবাসতে হলে তার ভাল গুণকে দেখতে শিখতে হবে। অন্তরে প্রস্তুততা ও শুভবোধই পারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

রবীন্দ্রনাথের বলডান্স : জানা অজানা কবিগুরু

কৌশিক দাস

অনেক পাঠক হয়তো জেনে অবাক হবেন কবিগুরু চমকার বলডান্স করতে পারতেন না। তাকে নাচ শিখিয়েছিলেন খু তুতো দিদি সত্যেন্দ্র বালা ঠাকুর। .. জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আদি পদবি ছিল ‘ তারা ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। আগেকার দিনে নিচু শ্রেণির হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের অনেক সময় ‘বলতেন, এভাবেই তাদের পদবি’ হয়ে যায়। ঠাকুর বাড়িতে রোজ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক আসতেন। তাদের কাছেই বালক রবীন্দ্রনাথকে পাতে বসতে হতো। পাশাপাশি চলত সঙ্গীত, চিত্রকলা, শারীরিক শিক্ষা। এমনকি শরীরচর্চাও করতে হতো নিয়ম মেনে প্রতিদিন ভোরবেলা। সে সময়ের বিখ্যাত কু স্তিগিরি হিরা সিংয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টিবিদ্যা শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঘুম ছিল খুব কম। গভীর রাতে ঘুমাতে, উড়তে শেষ রাতে। সাধারণত তার দিন শুরু হতো স্নানান্তে উপাসনায়-টিক বেগে ৪টায়। ভোর থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কবি একটানা লিখতেন। সকাল ৭টায় প্রাতরাশ সেরে আবার লেখা। ফাঁকে ফাঁকে হতো চা বা কফি পান। বেলা ১১টা পর্যন্ত লিখতেন। এরপর পুরনায় স্নান করে দুপুরের খাবার খেতেন। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমাতে না। এমনকি এ সময় তিনি বিশ্রামও নিতেন না। পত্রিকা বাইয়ের পাতা উল্টিয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন। বিকেল ৪টায় চা, সঙ্গে নোনতা কিছু। রাতের খাবার খেতেন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে। এ সময় তিনি হয়েজি খাবার পছন্দ করতেন। অথচ দুপুরে খেতেন বাঙালি খাবার। রাতে খাবার পর একটানা রাত ১২টা পর্যন্ত লেখা বা পড়া ছিল নিয়মিত বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে পরতেন গেকেরা বা সাদা রঙের জেকো আর পায়জামা। উপাসনা বা সভা হলে সেখানে যাওয়ার সময় জেকো ছাড়াও সাদা ধুতি, জামা ও চানর ব্যবহার করতেন। ঋতু উৎসবে ঋতু অনুযায়ী নানা রঙের রেশমী উডরীয় ব্যবহার করতেন। যেনো বর্ষায় কালো বা লাল, শরতে সোনালি, বসন্তে বাসন্তী। কখনো কখনো জোকার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে উত্তরীয় পরতেন।

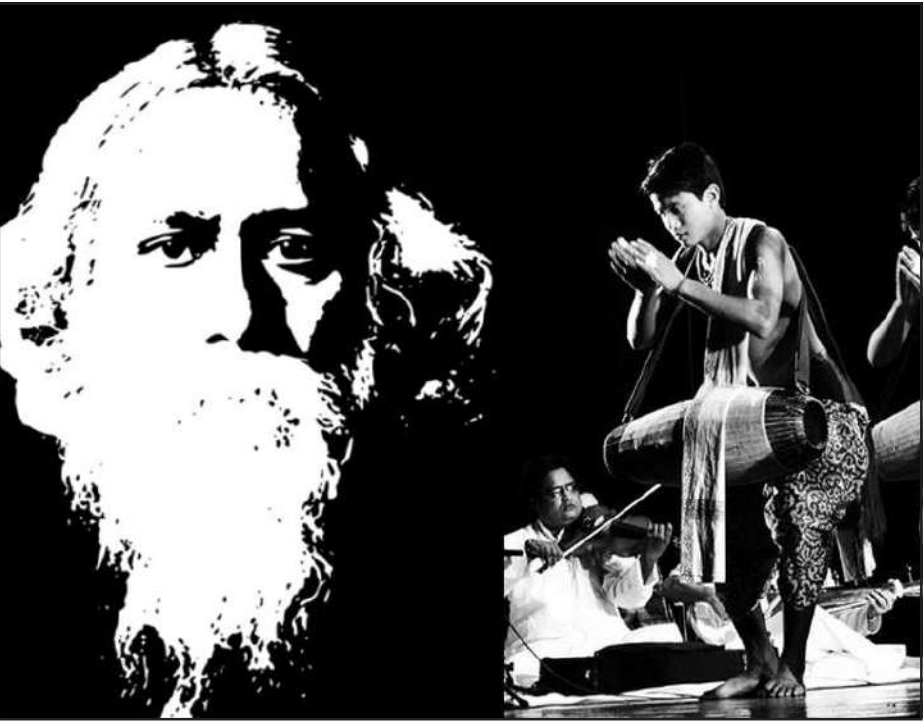
ভাষা স্বীকৃতির লড়াই : রাজবংশী ও কুরমালির অষ্টম তফশিলের দাবি

কিংশুক সরকার

বাংলার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর বহুস্তরীয়, বহুস্বরকীয়। এই বহুস্তরের ভেতরেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং দক্ষিণবঙ্গ-জঙ্গলমহলের কুরমালি ভাষাভাষী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি-তাদের ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে সেই দাবিকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে লেখা চিঠিতে শুধু অষ্টম তফশিলের প্রসঙ্গই তোলেননি, বরং গত পাঁচ বছর ধরে উপজাতিদের সারি ও সারনা ধর্মের স্বীকৃতির সুপারিশ কার্যকর না হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। ফলে এই চিঠি কেবল প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। ভাষা কখনও কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয় ভাষা মানে ইতিহাস, সংস্কৃতি, লোক ঐতিহ্য, আত্মপরিচয়। রাজবংশী ভাষা উত্তরবঙ্গের বিস্তার্ত অঞ্চলে-কোদিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর-এবং পার্শ্ববর্তী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশে বহুল প্রচলিত। একইভাবে কুরমালি ভাষা পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্বলিচা, বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহলের বিস্তৃত অঞ্চলে এবং ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কিছু এলাকায় ব্যবহৃত হয়। এই ভাষাগুলির নিজস্ব ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার, লোকসাহিত্য ও সংগীতধারা রয়েছে। তবু জাতীয় স্তরে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনো অরার। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার রাজবংশী ও কুরমালি ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সেই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া মানে প্রশাসনিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারিক সুযোগ বৃদ্ধি। কিন্তু রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেতে গেলে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি। অষ্টম তফশিলে থাকা ভাষাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারি পরীক্ষায়, সংসদীয় কার্যক্রম, সাহিত্য একাডেমির পুরস্কারে, ভাষা-উন্নয়ন প্রকল্পে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা পায়। ফলে এই অন্তর্ভুক্তি কেবল প্রতীকী সম্মান নয়, বাস্তব উন্নয়নের পথও

বৃক্ষপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উদ্ভিদ আর ফুলের নাম। শুধু কাকোই উল্লেখ রয়েছে ১০৮টি গাছ ও ফুলের নাম। এর মধ্যে বেশ কিছু বিদেশি ফুলের বাংলা নাম তিনি দিয়েছিলেন। অগ্নিশিখা, তারাঝরা, নীলমণিলতা, বনপুলক, বাসন্তী এগুলো তারই দেওয়া নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক এই তথ্যগুলো হয়তো অনেকেরই অজানা নয়। তারপরও নবীন প্রজন্মের কাছে কবিগুরুর তুলনামূলক কম পরিচিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরতেই এই প্রয়াস। যেমন আগস্ট মাসেই তার প্রায়ণ দিবস। আবার এই মাসেই (১৯৪০ এর ৭ আগস্ট) অল্পকোড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে ‘ডক্টর’ উপাধি দিয়েছিলেন। অবশ্য এসব কিছুর অনেক আগেই তিনি উপাধিতে ভূষিত হন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই প্রথম কবিকে বিশ্বকবি বলে। ঘটনাটি হলো, ব্রহ্মবান্ধব সে সময় পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। ১৯০০ সালে তিনি এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘ওয়ার্ল্ড পোয়েট অব বেঙ্গল’। বুঝতেই পারছেন, এই প্রবন্ধেই তিনি কবিকে পাঠকের কাছে বিশ্বকবি বলে পরিচয় করিয়ে দেন। ডানুসিংহ ঠাকুর যে রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম সেট অমকেরই জানা। তার আরো কয়েকটি ছদ্মনাম ছিল। যেমন চিকনুন্স ভট্টাচার্য, অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আলোকালী, পাকড়াশি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী নিয়েও রয়েছে অনেক গল্প। প্রায়শের তিনি হয়েওঁপ্যাথি চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। তিনি নিজেও হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিতে পছন্দ করতেন। ‘কো-অপারেটিভ’ তৈরি করে চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থা ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম চালু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষ মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। তারা ফিরে এসে শিলাইদহ ও পতিসরে ৮০ বিঘা জমি নিয়ে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করেন। পাশাপাশি তৈরি করা হয় ল্যাবরেটরি। ১৯০৫

সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘কৃষি ব্যাংক’ চালু করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, নোবেল প্রাইজের টাকা দিয়ে তিনি কৃষকদের সুবিধার কথা ভেবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হতো। ব্যাঙ্ক চলেছিল কুড়ি বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। সুতরাং তার রচনা নিয়ে এবার আলোচনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বই ‘কাহিনী’ প্রকাশিত হয় কবির অজ্ঞাতে ১৮৭৮ সালের ৫ নভেম্বর। কবি তখন বিলেতে। কবিবন্ধু প্রবেশচন্দ্র ঘোষ বইটি প্রকাশ করে কবির কাছে পাঠিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কবিগুরুর মোট ৩১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় ৮৮টি গ্রন্থ। প্রশান্ত মহালানবিশ একবার হিসাব করে দেখেছিলেন যে গল্পগুচ্ছসহ রবীন্দ্রনাথের ১৮টি গ্রন্থে মোট ৮,৬৩,৩১০টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ‘আর্মি’ আছে ৭,৭৬৭ বার এবং ‘তুমি’ আছে ৩,১৪৭ বার। গবেষণার মতে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া প্রথম গান হচ্ছে তার খুাতুলে দাদা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘তোমার সেই অতুল প্রেম আননে’ গানটি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। এখন রবি ঠাকুরের গান বলতে বুঝায় তার রচিত ও সুরারোপিত গান। অথচ রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবি ঠাকুরের গান বলতে বুঝাত তার গাওয়া গান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রা। ঠাকুর পরিবারের লোকজন ছাড়া বাইরের লোক, যিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গান শিখে বিভিন্ন জায়গান গান গেয়েছেন এবং পরে রেকর্ড করেছেন তিনি হলেন চিত্রব্রজ দাশের ভদ্রী অমলা দাশ। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া প্রথম ডিস্ক রেকর্ডে ১৯০৫ সালে একশ্রুতি ছিল ‘বঙ্কিমচন্দ্রের ‘অন্যপিঠে স্বরচিত ‘তরী’ কবিতার আবৃত্তি। রেকর্ডে প্রথম ‘শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল কনক দাশের গাওয়া ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত একটি রেকর্ডে। পূর্বে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে লেখা হতো বা কখনও ও সুর রবীন্দ্রনাথ’ কিংবা কেবলমাত্র বন্ধনীর মধ্যে ‘অথবা’ রবীন্দ্রনাথ



প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৭ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকে। নাটকে তিনি অলীকবাবুর ভূমিকায় মঞ্চে উঠেছিলেন। তখন তার বয়স ১৬ বছর। নিজের লেখা নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয় করেন ‘প্রতিভা’য় বাম্ব্বিকীর ভূমিকায়। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় জোড়াসাঁকোয় ১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। অভিনয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে মোট ১০১ বার উঠতে হয়েছিল। তার অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি বলেছিলেন, ‘দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।’শুরুতে বিক্ষিপ্তভাবে আঁকলেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ছবি আঁকতে শুরু করেন ১৯২৮ সালে। তখন তার বয়স ৬৭ বছর। ১৯০১ থেকে ১৯৪০ এ সময় তিনি একেছিলেন প্রায় তির হাজার চিত্রকর্ম। শান্তিনিকেতনের বাইরে তার ছবি প্রথম প্রদর্শনী হয় ফ্রান্সের প্যারিসে ১৯৩০ সালে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ডিস্ট্রিবিয়া কোম্পানি। দেশ বিদেশের বহু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি একেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছবি আঁকেন তার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমস্যাটা তখন ১৮৮১ সা।। অনেক পাঠক হয়তো জেনে অবাক হবেন

কবিগুরু চমকার বলডান্স করতে পারতেন। তাকে নাচ শিখিয়েছিলেন খুড়তুতো দিদি সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বলতে এখন যা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নৃত্যশৈলীকে বলতেন ‘জাভা দেশের নৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ থেকে এই শৈলীর জন্ম। মণিপুরি, কথাকলি, ভরতনাট্যম, শ্রীলঙ্কার কান্ডিন্দ্যচ, জাভার নৃত্যভঙ্গি- নানা দেশের নানা ধরনের নৃত্যশৈলী দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি নিজস্ব নৃত্যশৈলীর জন্ম দিয়েছিলেন। তবে তিনি সবসময় বলতেন, ‘টেকনিক যেন গানের ভাবকে ছাড়িয়ে না যায়।’ ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ভাগিনে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেন ‘পূজা’। নিউ থিয়েটার্স সেই অভিনয়ের সবাক চিত্র তুলে রাখে। ‘নটীর পূজা’ প্রথম মুক্তি পায় চিত্রা একজন গ্রাহক ১৯৩২ সালের ২২ মাি। তিনি একেছিলেন প্রায় তির হাজার চিত্রকর্ম। শান্তিনিকেতনের বাইরে তার ছবি প্রথম প্রদর্শনী হয় ফ্রান্সের প্যারিসে ১৯৩০ সালে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ডিস্ট্রিবিয়া কোম্পানি। দেশ বিদেশের বহু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি একেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছবি আঁকেন তার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমস্যাটা তখন ১৮৮১ সা।। অনেক পাঠক হয়তো জেনে অবাক হবেন

বিমায় বিদেশি পুঁজি, সুরক্ষায় অনিশ্চয়তা

অনিকेत নন্দর, নয়াদিল্লি

বিমা ক্ষেত্রে একশো শতাংশ বিদেশি লগ্নির অনুমোদন মিলেছে-সংসদে আইন পাশ হওয়ার পর এই সিদ্ধান্তকে সরকার ‘মহিলাসলক বলে তুলে ধরছে। যুক্তি একটাই বিদেশি পুঁজি এলে মূলধন বাবে, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হবে, প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে গ্রাহক উপকৃত হবেন। কিন্তু বিমার দাবি নিয়ে যে দীর্ঘদিনের জটিলতা ও বিবাদ বহুদিনের বাস্তবতা-এই নতুন আইনে তা সঠিকি কমবে কি? সাধারণ গ্রাহকের সুরক্ষা ও স্বার্থ কতটা সুস্বিক্ত হবে? এই প্রশ্নগুলো আজ প্রাসঙ্গিক, কারণ বিমা কেবল ব্যবসা নয়, এটি মানুষের অনিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা বলয়। বিমা শিল্পের মূল কথাই হল আস্থা। একজন গ্রাহক যখন প্রিমিয়াম দেন, তিনি ভবিষ্যতেের ঝুঁকির বিরুদ্ধে একটি প্রতিশ্রুতি কিনে নেন। দুর্ঘটনা, অসুখ, অকালমৃত্যু বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে কোম্পানি তাঁর পাশে দাঁড়াবে-এই বিশ্বাসেই তিনি বিমা নেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলেছে, দাবি মেটাতে বিলম্ব, নথিপত্রের জট, স্বচ্ছছ হতে, বা ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা শর্তাবলীর ফাঁদে পড়তে বহু মানুষ হতানু হতুনে। আদালত থেকে ভোক্তা সুরক্ষা ফোরাম-অসংখ্য মামলার সাক্ষী আমাদের বিচারব্যবস্থা। তাহলে বিদেশি পুঁজি বলে কি এই সমস্যার স্বয়াক্রিয় সমাধান হবে? সরকারের বক্তব্য, বিদেশি পুঁি বাড়লে কোম্পানিগুলির আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। বা অঙ্কের দাবি লাগেই সহজ হবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে, নতুন পণ্য আসবে বাজারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিষেবা মান বাড়বে। প্রতিযোগিতা বলে গ্রাহক বেশি বিকল্প পাবেন, ফলে কোম্পানিগুলি পরিষেবা উন্নত করতে বাধ্য হবে। তদ্বগতভাবে যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিমা শিল্পের সংকেট কেবল মূলধনের অভাব নয় সংকটের বড় অংশ স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নীতিগত কঠোরতার অভাব। বিমা দাবি নিয়ে বিবাদের মূল কারণগুলির একটি হল শর্তাবলীর অস্পষ্টতা। অনেক সময় গ্রাহক জানেন না তাঁর পলিসিতে কী কী অন্তর্ভুক্ত, কী বাদ। দাবি জানাতে গেলে কোম্পানি এমন সব নথি বা বাধ্যতা চান, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জোগাড় করা কঠিন। হাসপাতালের বিল, চিকিৎসার বিবরণ, দুর্ঘটনার রিপোর্ট-সবকিছু মিলিয়ে প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। বিদেশি পুঁজি এলে কি এই প্রক্রিয়া সহজ হবে? নাকি মুনাফার চাপ আরও কঠোর যাচাই-বাহাইয়ের দিকে ঠেলে দেবে কোম্পানিগুলিকে? আরও একটি প্রশ্ন হল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি। বিমা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা রয়েছে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপ কতটা কার্যকর? বিদেশি কোম্পানির পূর্ণ মালিকানা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র বিদেশে সরে যেতে পারে। তখন দেশের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে? গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া কি দ্রুত ও সহজ হবে, নাকি আন্তর্জাতিক কর্পোরেট নীতির জটিলতায় আটকে যাবে? বিমা ব্যবসা মুনাফা নির্ভর। বিনিয়োগকারী লাভ চাইলে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিমা সামাজিক সুরক্ষার অংশও বটে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিমা ও ফসল বিমার মতো ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। যদি বাজারে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মুনাফার যুক্তি প্রাধান্য পায়, তবে কম ঝুঁকির গ্রাহকদের প্রাধান্য দিয়ে উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকদের বাদ দেওয়ার প্রবণতা বাতে পারে। গ্রামীণ এলাকা, নিম্ন আয়ের মানুষ বা বয়স্কদের বিমা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বিদেশি লগ্নির আইনে এই ঝুঁকির মোকাবিলায় কী সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে আশাবাদের জায়গাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক মানের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর দাবি যাচাই, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দ্রুত নিষ্পত্তি-এই সব ক্ষেত্রেই বিদেশি অভিজ্ঞতা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। গ্রাহক যদি স্বচ্ছ তথ্য, সহজ ভাষায় চূড়ান্ত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দাবি নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা পান, তবে আস্থা বাবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কঠোর নীতিমালা, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া বাধ্যতাবদ্ধ নিয়ম, এবং লঙ্ঘন হলে কঠিন শাস্তি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তথ্য সুরক্ষা। বিমা কোম্পানির কাছে গ্রাহকের স্বাস্থ্য, আয়, পারিবারিক ইতিহাসসহ নানা সংবেদনশীল তথ্য থাকে। বিদেশি মালিকানা এই তথ্যের ব্যবহার ও সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই ফাঁস বা অপব্যবহার হলে গ্রাহকের ক্ষতি অপরূপ। তাই তথ্য সুরক্ষা আইন ও নজরদারি শক্তিশালী হওয়া অপরিহার্য। গ্রাহকের উপকারের প্রস্নে একেবারে বিষয় বিবেচ্য-প্রিমিয়ামের হার। প্রতিযোগিতা বাড়লে প্রিমিয়াম কমেতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে ঝুঁকি মূল্যায়নের কড়াকড়ি বাড়লে অনেকের জন্য প্রিমিয়াম বেড়েও যেতে পারে।

খাওয়ার পাতে চিনি খলনায়ক হলেও, রূপচর্চার দুনিয়ায় এটি কার্যত মহৌষধ

খাওয়ার পাতে চিনি খলনায়ক হলেও, রূপচর্চার দুনিয়ায় এটি কার্যত মহৌষধ। বিশেষ করে প্রাকৃতিক স্ফাবার হিসেবে চিনির কোনও বিকল্প নেই বলেই মনে হয়। মৃত কোষ সরিয়ে ত্বককে সজীব ও উজ্জ্বল রাখতে চিনির ব্যবহার এখন ঘরোয়া রূপটানে অপরিহার্য। ত্বকের



জেলা ফেরাতে চিনি দিয়ে তৈরি করুন এই সেরা ৫ ঘরোয়া স্ফাব। কীভাবে করবেন? জেনে নিন এখনই।

শরীরের কথা ভেবে অনেকেই এখন ডায়েট থেকে চিনি বাদ রাখেন। অতিরিক্ত চিনি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বাো ওজন বৃদ্ধি পায়। এমনকী ত্বকেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে খাওয়ার পাতে চিনি খলনায়ক হলেও, রূপচর্চার দুনিয়ায় এটি কার্যত মহৌষধ। বিশেষ করে প্রাকৃতিক স্ফাবার হিসেবে চিনির কোনও বিকল্প নেই। মৃত কোষ সরিয়ে ত্বককে সজীব ও উজ্জ্বল রাখতে চিনির ব্যবহার এখন ঘরোয়া

রূপটানে অপরিহার্য। ত্বকের জেলা ফেরাতে চিনি দিয়ে তৈরি করুন এই সেরা ৫ ঘরোয়া স্ফাব। কীভাবে করবেন? জেনে নিন এখনই। ১) লেবু ও চিনির ম্যাজিক ত্বকের কাচচে ভাব বা ট্যান দূর করতে লেবুর রস ও চিনির মিশ্রণ দারুণ কার্যকর। এক চামচ চিনির সঙ্গে

রূপটানে অপরিহার্য। ত্বকের জেলা ফেরাতে চিনি দিয়ে তৈরি করুন এই সেরা ৫ ঘরোয়া স্ফাব। কীভাবে করবেন? জেনে নিন এখনই। ১) লেবু ও চিনির ম্যাজিক ত্বকের কাচচে ভাব বা ট্যান দূর করতে লেবুর রস ও চিনির মিশ্রণ দারুণ কার্যকর। এক চামচ চিনির সঙ্গে

অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখুন ২০-৩০ মিনিট। লেবু প্রাকৃতিক রিচ হিসেবে কাজ করে আর চিনি ঘষলে ত্বকের ময়লা পরিষ্কার হয়। প্রয়োজনে সামান্য মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। ২) গ্রিন টি ও চিনির মিশ্রণ হৃাদির ত্বপের সমস্যা আছে, তাদের জন্য গ্রিন টি এবং চিনির স্ফাব আদর্শ। গ্রিন টি-র আণ্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বককে সতেজ রাখে। এক চামচ গ্রিন টি পাটার সঙ্গে এক চামচ চিনি এবং কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মিশিয়ে মুখে লাগানো হাতে ঘষুন। এতে ত্বকের মৃত কোষ নিমেষে দূর হয়ে। ৩) ওটমিল ও চিনির স্ফাব ুঁতলাভ

ইজরায়েল-লেবানন সীমান্তে ফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, হেজবোল্লার কমান্ডার-সহ নিহত ১০, উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য

লেবানন, ২৪ ফেব্রুয়ারি : গাজায় যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমলেও মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখনও যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে রয়েছে। ইরান-



আমেরিকা উত্তেজনার আবহে এবার লেবাননে ভয়াবহ বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। লক্ষ্য ছিল শিয়া সশস্ত্র সংগঠন হেজবোল্লার ঘাঁটি ও শীর্ষ নেতৃত্ব। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, এই হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে এবং ৩ শিশুসহ ২৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি খিঁচো নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা অঞ্চলে। হেজবোল্লার এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সন্ত্রাসর গভীর রাতে উত্তর-পূর্ব লেবাননের রায়াক গ্রামের কাছে একটি বহুতল ভবন লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। প্রবল বিস্ফোরণে ভবনটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। উদ্ধারকারকে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে একের পর এক দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেও পরে মরুবে সংখ্যা বেড়ে ১০-এ দাঁড়ায়। ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর তরফে শনিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়, লেবাননের বালবেক অঞ্চলে হেজবোল্লার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে এই বিমান হামলা চালানো হয়েছে। তাদের দাবি, ওই বাহিনীগুলি থেকে ইজরায়েলের ভূখণ্ডে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এবং সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। ইজরায়েলের মতে,

নিহতদের মধ্যে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন, যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেজবোল্লার

লেবাননের তেতরে লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক এই বিমান হামলা সংঘর্ষকে নতুন মাত্রা দিল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিও অত্যন্ত অস্থির। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। কূটনৈতিক মহলের একাংশের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে লেবাননে ইজরায়েলের হামলা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের।

এদিকে ইরানেও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে ফের রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। দেশের সর্বোচ্চ নেতা Ali Khamenei-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। মোল্লাতন্ত্রের অবসান দাবি করে বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যুয়ারাও এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাদের স্লোগান-শাসকের পতন চাই। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের খবরও মিলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং ইজরায়েল-হেজবোল্লা সংঘর্ষ একে অপরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। হেজবোল্লাকে দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে দেখা হয়। ফলে লেবাননে সংঘর্ষ বাড়তে তার প্রভাব তেহরান পর্যন্ত পৌঁছেছে। একইসঙ্গে আমেরিকার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, কারণ ইজরায়েলের প্রধান কৌশলগত মিত্র হল ওয়াশিংটন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য এক জটিল সঙ্কটক্ষেে দাঁড়িয়ে। গাজার যুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই লেবাননে নতুন করে রক্তক্ষয়ী হামলা গোটা অঞ্চলে অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলেছে। আন্তর্জাতিক মহল শান্তি ও সংঘাতের আহ্বান জানালেও মাটির পরিস্থিতি বলছে, সংঘাতের আশুন এখনও পুরোপুরি

শুষ্কবাণ প্রত্যাহারে বাধ্য ট্রাম্প, গুনবেন ১৭৫০০ কোটি ডলারের ক্ষতি!

অন্য দেশ থেকে আদায় করা শুষ্ক টাকায় আমেরিকাকে মহান করার চ্যঙ্গে নেমেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছায় জল ঢেলে দিয়েছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। অন্য দেশ থেকে আদায় করা শুষ্কের টাকায় আমেরিকাকে মহান করার যজ্ঞে নেমেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছায় জল ঢেলে দিয়েছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। বাধ্য হয়েই বিশেষ থেকে আবাদনি করা পণ্যের উপর ট্রাম্প কর্তৃক প্রত্যাহার করছে শুষ্ক প্রশাসন। শুষ্ক দপ্তরের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই কর সংগ্রহ বন্ধ

করা হবে। অর্থা রুশ তেল কোয়ার ‘ভারতের উপর যে শুষ্ক চাপানো হয়েছিল, মঙ্গলবার থেকে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। গত শুক্রবার ট্রাম্পের চাপানো শুষ্ককে অবৈধ বলে রায় দিয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। তারপর তিনি বলে দিলে গেলেও এই রায়ের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করেনি ট্রাম্প প্রশাসন। অবশেষে সোমবার আমেরিকার শুষ্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করা হয়। জানানো হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট বা আইইইপিএ-র আওতায় যেসমস্ত কর চাপানো হয়েছিল, সেগুলি আর দিতে হবে না। অর্থা,



তবে সার্বজনীনভাবে চাপানো কর এখনও কার্যকর থাকবে। মার্কিন বাণিজ্য দ্তিগুলি নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে। ভারতের মতো যারা ট্রাম্পের সঙ্গে কার্যত দর কষাকষির পর চুক্তিতে

লাখ টাকার ‘আয়রন বার্ন’ শাট নিয়ে নানা মহলে চলছে জোর হইচই



দামিও রয়েছে। এই ধরনের শাট তৈরি করে নেটদুনিয়ায় হাসির খোরাক লন্ডনের এক ফ্যাশন সংস্থা। তাদের লাখ টাকার ‘বার্ন’ শাট নিয়ে নানা মহলে চলছে জোর হইচই। দুধ সাদা রঙের শাট। পকেটে ইল্লি পোড়া দাগ। আর কিছুই নেই। অথচ সেই শাটের দামই নাকি ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা! সোশাল মিডিয়ায় শাটটির ছবি শেয়ার হওয়া মাত্রই ভাইরাল। বিদেশি ব্র্যান্ডের শাটের দাম শুনে চোখ কপালে উঠছে নেটিজেনদের। ‘বার্ন’ শাট নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় চলছে জোর কাটাছেঁড়া। নেটিজেনদের একটিই প্রশ্ন, এই ডিজাইন বাড়িতেই করা যায়। বিনামূল্যে যা পান, তা কেন লাখ টাকা খরচ করে কিনব? আবার কারও কারও দাবি, মা-ই তৈরি করে দেরেন। আবার অনেকে বলছেন, লাখ টাকা খরচ করে এমন শাট পরে হাসির খোরাক হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই। তাই ভুলেও কিনব না। প্রথম ডেটিং? সাবধান, এই জায়গাগুলিতে গেলেই প্রেম তছনছ! তবে শুধুই যে বিরোধিতা রয়েছে তা নয়। নেটিজেনদের কেউ কেউ আবার ওই বিশপন সংস্থার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের দাবি, শাটেরে শুধু ডিজাইনের উপরে দাম স্থির হয় না। শাটটিতে কোন ধরনের কাপড়ের, তার দাম কোন – সেটিও খোয়াল রাখা প্রয়োজন। তার উপরেই নির্ভর করে শাটের দাম স্থির হয়। কেউ কত দামের শাট কিনবেন, তা তাঁর সিদ্ধান্ত। তবে বিপণন সংস্থার বিরুদ্ধে রে রে করে ওঠার কিছু নেই।

ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন

ত্বকের একবার বারোটা বেজে গেলে আর সারানো কার্যত অসম্ভব। তাই নিত্যদিন ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বাড়িতে থাকা নানা সামগ্রীর মাধ্যমে ত্বকের যত্ন নেন কেউ কেউ। তাতেই নাকি বারোটা বাজছে ত্বকের। তাই আজই সাবধান হোন। বাড়িতে থাকা এই পণ্য জিনিস আজই ফেলে দিন। নব্বইল সমস্যা বাড়বে এই কমবে না! অনেকেই ভাবেন, স্নানের সময় সাবান ব্যবহারের ফলে ত্বকে থাকা ব্যাকটেরিয়া, জীবাণুর মৃত্যু হয়। অনেকে লুফা ব্যবহার করেন। তবে ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুলে লুফা ব্যবহার করবেন না। তাতে ত্বক খরশসে হয়ে যেতে পারে। পরিবর্তে নরম কাপড় ব্যবহার করুন।চোখের পাতা লাকানো শাটেরে হস্তিত বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন? বড় ক্ষতি হওয়ার আগে নিন চিকিৎসকের পরামর্শ- বারবার আঁচড়ানোর ফলে চুল পড়ার সমস্যা কানো সম্ভব। তবে আপনি কি প্লাস্টিকের চিরকনি ব্যবহার করেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের চিরকনি আপনার ত্বকের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে। তাই আজই প্লাস্টিক চিরকনি ব্যবহার করা ছাড়ুন। পরিবর্তে কাঠের চিরকনি ব্যবহার করুন। উপকার পাবেন। ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ভোজ স্ট্রিপ এখন ত্বকচর্চায় ইন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারণা একেবারে ভুল। এতে ত্বকের মুখে রোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রণর সমস্যা বাড়তে পারে।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড CIN: L25199WB1990PLC048791 রোজিৎফিমঃ বন্দগণ, ডাফনড হারবার রোড, বন্দগণ, বড়হেপুর্ন(পিনকোডঃ ৭৪৩৫১৩, ভারত প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ন বিল্ডিং, ২৫এ, কামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ ই-মেইল- Krypton@kryptongroup.com, ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com	
বিজ্ঞপ্তি ১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম) এর ২০ এবং ২২ বিধির সাথে পঠিত, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সার্কেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসএ) কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান-২, সিঙ্গিউরিটাজ অ্যান্ড এন্ড্রজু বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যকারক) এবং প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা। বিধানা, ২০১৫ এর ৪৪, কর্পোরেট বিষয়ক মঙ্গলায় কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকা এবং সাক্ষরার এবং অন্যান্য প্রয়োজ্য আইন, বিধি এবং প্রবিধান, যা সমস্ত সময়ে সংশোধিত হয়েছে, যার মধ্যে আপাতত বলব যেকোনো অধিবন্ধ পরিসংখ্য (গুলি) বা পুনঃপ্রদান অন্তর্ভুক্ত, অবসার ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) দ্বারা এই-ডোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত স্টোকস বালট প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নিম্নলিখিত নিম্নলিখিতগুলির জন্য বিশেষ প্রেলিমিনারি মধ্যমে তার সদস্যদের অনুমোদন কামনা করে, যার ফলে সদস্যরা ইলেক্ট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। i) কোম্পানির একজন অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালক (DIN: 07527632) হিসেবে মিঃ মুকুল বান্যাকীকে নিয়মিতকরণ ii) কোম্পানির একজন অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালক (DIN: 08059577) হিসেবে মিঃ ঈশ্বরী গুপ্তাকে নিয়মিতকরণ iii) কোম্পানির ১৯৬, ১৯৭ ধারা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অন্যান্য প্রয়োজ্য বিধানের অধীনে পরিচালিত সীমা অভ্যন্তর করে কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক শ্রী দিগ্বিশ্ব সিং বাবদিকে (DIN: 1020855) পরিচালক হিসেবে অনুমোদন। ২. স্টোকস বালটের নোটিশ ১০ জেজারী, ২০২৬ তারিখে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল চিঠিনা কোম্পানির সাথে থাকা কোম্পানির রেকর্ডটির এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্রেট, অর্থ, মহেশ্বরী ডেপোজিট প্রাইভেট লিমিটেড (RTA) থাকা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অফশোরকার (ডিপোজিটরি) এর সাথে নিম্নলিখিত, শনিবার, ২১ জেজারী, ২০২৬ (কোি অফ তারিখ) বালটিক সন্মতের শেষের দিকে, এমসিএ সাক্ষরার এবং সেই সাক্ষরার অসুবিধা-সেজারের স্টোকস বালটে নোটিশের ত্রুটি কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এমসিএ সাক্ষরার এবং সেই সাক্ষরার দেখা। এবং এমসিএ সাক্ষরার অনুপস্থিতি, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র রিমোট ই-ডোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবে। ৪. রিমোট ই-ডোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী স্টোকস বালট নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। রিমোট ই-ডোটিং সমন্বয়ক মঙ্গলবার, ২৪শে জেজারী, ২০২৬ সন্ধ্যা ১০.০০ ঘণ্টা (IST) থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৫শে মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ ঘণ্টা (IST) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানি যে সকল সদস্যের নাম ২১শে জেজারী, ২০২৬ শনিবার কাট অফ ডেটে সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক ঘোষণা হতে হবে, তারা সিঙ্গিএসএর রিমোট ই-ডোটিং এর মাধ্যমে স্টোকস বালটের নোটিশে উল্লেখিত ইলেক্ট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ডেডলাইনিকা কাট অফ ডেটে কোম্পানির পরিশোধিত ইলেক্ট্রনিক স্টোকস বালটের মাধ্যমে তাদের অসুবিধা হতে পারে। রিমোট ই-ডোটিং মডুলাটির পরবর্তীতে ডেডলাইনের জন্য সিঙ্গিএসএ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে। এবং শেয়ারহোল্ডাররা কোনও রেস্ট্রিক্টেড স্টোকস বালটে স্টোকস বালটের উপর নির্ভর করে বালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া হবে। যে বাধ্য এবং তারিখ অসুবিধা শেয়ারহোল্ডার নন কাট অফ ডেটে শুধুমাত্র রিমোট উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি বিবেচনা করা উচিত। রিমোট হেয়ারহোল্ডের ক্ষেত্রে, কোম্পানির সেই হেয়ারহোল্ডার যাদের নামের ডর উচ্চতর বারাই প্রেলিমিনারি ই-ডোটিং করার ব্যর্থকী হবেন। ৫. এমসিএ সাক্ষরার এবং সেই সাক্ষরার অসুবিধা, কোম্পানির স্টোকস বালটের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kryptongroup.com-এ আপলোড করা হয়েছে। কোম্পানির স্টোকস বালটের নোটিশ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যথা কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) এবং ন্যােস স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) থেকেও আবেদন করা যেতে পারে এবং এটি ODSL-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। ৬. সদস্য সদস্যদের শেয়ার ডিপোজিটর আকারে রয়েছে এবং যাদের ইমেল চিঠিনা কোম্পানিতে নিবন্ধিত নয়, তাদের সাক্ষরিত অনুপস্থিতি, তাদের কোলিগ নম্বর, প-প্রত্যাগিত প্যান এবং আধার কার্ড, পাসপোর্ট বা ভাইজিৎ আইডেন্টিফিকেশন মতো যেকোনো একটি প-প্রত্যাগিত নথির জমা কপি সহ কোম্পানির রেকর্ডটির এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্রেট (RTA) কোম্পানির কাছে incorporation@mdplcorp.com চিঠিনা করা হয়। দিলে তাদের ইমেল চিঠিনা নিম্নকম জরাজ জমা অনুবিধ করা হচ্ছে, যাতে গ্রাফি স্পষ্ট হয়। স্টোকস বালট নোটিশ এবং রিমোট ই-ডোটিং প্রক্রিয়ায় অফশোরকার জন্য। ইমেল চিঠিনা সমন্বয়ক নিম্নলিখিত, কোম্পানি এই বিজ্ঞপ্তি এর পরের সদস্যদের কাছে স্টোকস বালট নোটিশ পাঠাবে ই-ডোটিং নির্দেশাবলী পাঠাবে। ৭. আরও সংঘবহার জন্য, সদস্যরা ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কোম্পানি সচিব মিসেস গ্রিমা খানারফারের সাথে প্রেলিমিনারি নম্বর ০৩৮-২২৮৭ ১৬৬১১৩৬৭ অথবা ইমেইল আইডিঃ-cs@kryp-tongroup.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।	
ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য স্বাক্ষর /- গ্রিমা আগরওয়াল কোম্পানি সচিব এবং কমপ্রায়সে অফিসার	
হালৎ কলকাতা তারিখঃ ২৩.০২.২০২৬	

হোলি স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের মেয়াদ বৃদ্ধি উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের



মালিগাও, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ উৎসবের মরশুমেরাধীনের অতিরিক্তভিত্তি। সামাল দিতে, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়কালেরোজোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৭০৪৬০৭০৪৭(সেকেম্দ্ৰাবাদ নাহরলগুন - (সকেম্দ্ৰাবাদ) এবং ০ ৩ ১ ২ ০ ৩ ১ ৩ ১ ৩ (কলকাতাটার্মিনাল নিউজলপাইগুড়ী কলকাতা টার্মিনাল) উভয়দিকে একটি করে অতিরিক্ত ট্রিপ চালানো হবে। ট্রেন নং ০৯১৮৯০৯১৯০ (মুম্বাইসেন্ট্রাল কাটিহার মুম্বাইসেন্ট্রাল) উভয় দিকে ছাফটি (০৬) টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাচ্ছে এবং সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং ০৪৬১৪০৪৬১৩ (অমৃতসর (০৩) টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাচ্ছে। এই ট্রেনগুলি পরিষেবার বিন্যমান সময়সূচী, সময়, গঠন এবং স্টপেজের সাথে চলবে। কাটিহার অমৃতসর) উভয় দিকে তিনটি ট্রেননং.০৭০৪৬ (সেকেম্দ্ৰাবাদ নাহরলগুন) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখেএবং ফিরতি ট্রেন নং

০৭০৪৭ (নাহরলগুন সেকেম্দ্ৰাবাদ) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে চলবে। একইভাবে, ট্রেননং.০৩১২৯ (কলকাতাটার্মিনাল ২০২৬ তারিখে চলবে। ফিরতিপথে, ট্রেননং ০৩১৩০ সাপ্তাহিক স্পেশালট্রেন১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে চলবে। নিউজলপাইগুড়ী) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন,২ নং ৮ ফেব্রুয়ারি, ০৩১৮৯ (মুম্বাইসেন্ট্রাল কাটিহার) ২১ ফেব্রুয়ারীকে২ ৮ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্তপ্রতিনিবাবে চলাচলের জন্যপরিষেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে, ০৪৬১৪ (অমৃতসর কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল

NAME CHANGE
I. Najat Mondal (Old Name) S/O- Asgar Ali Mandal resident of Vill & Po-Sonatikum , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742175 do hereby declared that I have changed my name from Najat Mondal to Najat Ali Mandal and henceforth I shall be known as Najat Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 23/02/2026. My name Najat Ali Mandal & Najat Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Mamata Mondal (Old Name) W/O-Golam Murtuza resident of Vill & Po-Raipur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Ma-mata Mondal to Mamata Khatun Mondal and henceforth I shall be known as Mamata Khatun Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 23/02/2026. My name Mamata Khatun Mondal & Mamata Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Fajlul Sk, my father's (Old Name) Md Maslemuddin Sekh resident of Vill & Po-Madanpur, Ps-Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Maslemuddin Sekh to Maslemuddin Sk and henceforth my father's name shall be known as Maslemuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be- fore the notary public Dmkal court on 23/02/2026. My father's name Maslemuddin Sk & Md Maslemud-din Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Debasis Biswas (Old Name) S/O- Nabadwip Biswas residing at Vill-Betali Jitpur , Po-Betali, PS-Tehata , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Debasis Biswas to Debashish Biswas and henceforth I shall be known as De-bashish Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be- fore the notary public Dmkal court on 23/02/2026. My name Debashish Biswas & Debasis Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Nimal Mondal (Old Name) S/O- Dauri Mondal residing at Vill-Bagadoba , PO-Nazirpur , PS-Tehata , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Nimal Mondal to Nima Chandra Mondal and henceforth I shall be known as Nimal Chandra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 23/02/2026. My name Nimal Chandra Mondal & Nimal Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Phahad Bin Al Arafat (Old Name) S/O-Nifajuddin Biswas resident of Vill-Mahdubona , Po-Choapara , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby de- clared that I have changed my name from Phahad Bin Al Arafat to Fahad Bin Al Arafat and henceforth I shall be known as Fahad Bin Al Arafat (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Fahad Bin Al Arafat & Phahad Bin Al Arafat both are same and one identical person

NAME CHANGE
I. Anish Kumar Singh (Old Name) S/o Mukund Singh Residing at 14, Balaram Bose 1st Lane, P.O. - L.R Sarani, P.s - Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700020, West Bengal, India, Have Changed my name and shall henceforth be Known as Anish Singh (New Name) as declared be- fore the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 23-02-2026. Anish Kumar Singh (Old Name) and Anish Singh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Debalina Talukder (Old Name) D/o Debabrata Talukder Residing at 41 Bansdroni New Government Colony, P.o+P.s - Bansdroni, Dis- trict - South 24 Parganas, Pin - 700070, West Bengal, India, have Changed my name and shall hence- forth be Known as Deblina Talukder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 23-02-2026. Debalina Talukder (Old Name) and Deblina Talukder (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Sk. Sanaula Mondal (old name) son of Sk Saiful Islam, residing at W-29/B1, Kankhuly Road, P.O – Baltala, Kolkata – 700018, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sanaula (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, affidavit no. 14, dated 13/02/2026. Sk. Sanaula Mondal (old name) and Sk Sanaula (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I. Moonmoon Ghosh/Moonmoon Sur (old name) daughter of Pan- chanan Sur, residing at BL-A, 4 th Floor, Flat -4, 7/C, Jadav Chandra Ghosh Lane, Baranagar, Kolkata – 700036, West Bengal, have changed my name and shall hence- forth be known as Munmun Ghosh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affi- davit no. 13, dated 13/02/2026. Moonmoon Ghosh/Moonmoon Sur (old name) and Munmun Ghosh (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I SOURAV MALLICK S/O SWAPAN KUMAR MALLICK residing at 84, Prafula Nagar, P.O.-Motijheel, P.S.-Dum Dum, North 24 Parganas- 700074, West Bengal, have changed my name and shall hence- forth be known as SAURAV MALLICK as declared before the Notary Public at Kolkata vide affi- davit Dated 23/02/2026. SOURAV MALLICK and SAURAV MALLICK both are same and identical person.

NAME CHANGE
I GULFIKKAR SEKH S/O ISLAM SEKH RESIDENT AT VILL SHIKRA COLONY P.O PADMAKALA P.S. CHAPRA DIST NADIA DO HARE BY DECLART GANHA N I HAVE CHANGED MY NAME GULFIKKAR SEKH TO JULFIKKAR SEKH AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS JUIFKRIKKAR SEKH IN ALL PURPOSE. VIDE AFFI- DAVIT SL NO - 07 SWORNE BE- FORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 23-2-26 GOLFIKKAR SEKH AND JUI- FIKKAR SEKH BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE
TARANI KANTA DEBNATH S/O LATE GOPAL DEBNATH S/O DAUGHTER MAMPI DEBNATH HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HASBEEEN RECORDED AS TARANI DEBNATH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE NABAD- WIP COURT ON 21/26 I TARANI KANTA DEBNATH AND TARANI DEBNATH BOTH ARE SAME PER- SON. MY ACTUAL NAME IS TARANI KANTA DEBNATH - R/O DHAKAPARA AISHTALA P/O RAM- NAGAR RANAGHAT DIST NADIA

NAME CHANGE
I, Preyasha Basu (old name) Daughter of Chandra Sekhar Basu, residing at 16B Satyen Bose Road, C Block, Barabahara, Konnagar, Hooghly Pin- 712246, West Bengal, INDIA, Have changed my name and shall henceforth be known as Prayasha Basu (New Name) as de- clared before the First Class Judicial Magistrate at Alipore Court, dated 23/02/2026. Prayasha Basu (New Name) and Preyasha Basu (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Rupa Begum (old name) Daugh- ter of Sk Hafiz , residing at 12A, Shamsul Huda Road po.Circus Av- nue Ps.Karaya Kolkata Pin- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall hence- forth be known as Nagma Begum (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Al- pore Court, dated 23/02/2026. Nagma Begum (New Name) and Rupa Begum (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE
I AFSANA D/O ABDUL SHAKUR residing at G-201/C/1, Shyamali Lane, P.O.-Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, have changed my name and shall hence- forth be known as AFSANA (KHA- TOON as declared before the Notary Public at Kolkata vide affi- davit Dated 23/02/2026. AFSANA and AFSANA KHATOON both are same and identical person.

NAME CHANGE
I SWAPAN MALLICK S/O RAMIHARI MALLICK residing at 84, Prafula Nagar, P.O.-Motijheel, P.S.-Dum Dum, North 24 Parganas- 700074, West Bengal, have changed my name and shall hence- forth be known as SWAPAN KUMAR MALLICK as declared be- fore the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 23/02/2026. SWAPAN MALLICK and SWAPAN KUMAR MALLICK both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি অঙ্করজ্যোতি বান্যাকী, পিতা সলেন্দ্রনাথ বান্যাকী (Sallendranath Banerjee), নিবাস ৩০১১ মণিলাল চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া- ৭১১১০৮। আমার ক্যা এন্ড্রিলা বান্যাকী (Ayendrilla Banerjee) এর সাময়িক এর আয়ডেন্টি কার্ড এবং আমার নাম ভুলবশত Bhaskar Banerjee হয়ে গেছে। গত ৪.০১.২০২৬ এ শিয়ালপুর এ ফস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একইভাবে বদলে এন্ড্রিয়েটের নামের ১০৭১) আমি অঙ্কর বান্যাকী (Bhaskar Banerjee) এবং অঙ্করজ্যোতি বান্যাকী (Bhaskariyoti Banerjee) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE
I Benu Bibi (old name) W/O Alef sk resident of Vill Ranimanarg Shisha- para Po

ম্যাচের পরের ঘটনায় শাস্তি হচ্ছে না মেসির

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ গত শনিবার লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির মাঠে মেজর লিগ সকারের নতুন মরসুমে ইন্টার মায়ামির প্রথম ম্যাচের পর একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, মাঠের লকার রুম এলাকায় একটি রুমে ঢোকার চেষ্টা করছেন মেসি, কিন্তু তাকে ফেরানোর চেষ্টা করছেন সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। পরে সুয়ারেজের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আট সেকেন্ড পর আবার মেসিকে দেখা যায় একই চেষ্টা করতে। পরে সতীর্থদের সঙ্গে হেঁটে নিজেদের লকার রুমের দিকে চলে যান আর্জেন্টাইন তারকা।



ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর প্রশ্ন উঠতে থাকে, রেফারির কক্ষ ঢোকার চেষ্টা করছিলেন কি না মেসি। তবে পরে মেজর লিগ সকারের একজন মুখপাত্র দা আখেলতিককে নিশ্চিত করেন, সেটি রেফারির লকার রুম ছিল না। পরে ইএসপিএনকে এটি নিশ্চিত করেন পেশাদার রেফারিদের সংগঠনের যোগাযোগ পরিচালক ক্রিস রিভের্ট, ম্যাচ অফিসিয়ালদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, সে (মেসি) রেফারিদের এলাকায় প্রবেশ করেনি। ইন্টার মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাসেরোনো জানান রেফারিং নিয়ে মেসির রাগ করার মতো কিছু তিনি দেখেননি, “না না না, আমি এরকম কিছুই দেখিনি। সত্যিটা হলো যে, ম্যাচ শেষে আমি লকার রুমে চলে গেছি।” ২০২৬ সালে প্লে-অফ ম্যাচের পর রেফারিদের লকার রুমে প্রবেশের পর অসদাচরণের জন্য এফসি সিনিসিনাটির ডিসেক্‌শন ম্যাট মিয়াজগার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছিল এবং তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। রেফারির সাথে জড়িত কোনও ঘটনার জন্য মেসিকে কখনও শাস্তি পেতে হয়নি। তবে গত মরসুমে মেজর লিগ সকারের অল-স্টার ম্যাচে মাঠে না থাকার কারণে তাকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়াও গত মরসুমে, খেলার পরে প্রতিপক্ষের মুখ-মাথা-ঘাড়ে হাত দেওয়ার নীতি লঙ্ঘনের জন্য তাকে জরিমানা করা হয়েছিল। লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে ম্যাচটি ৬-০ গোলে করে নতুন মরসুম শুরু করেছে মেসির মায়ামি।

দলে থাকছেন, তবে চেন্নাইয়ের হয়ে সব ম্যাচে খেলতে নাও পারেন খোনি!

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ প্রশ্নটা আবার উঠেছে। আইপিএল শুরুর আগেই। মহেন্দ্র সিং খোনি কি সব ম্যাচ খেলবেন? চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন অধিনায়ক স্কোয়াডে থাকছেন,



খবরটা গতকাল নিশ্চিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পুরো মরশুমজুড়ে মাঠে নামা নিয়ে অনিশ্চয়তা যাচ্ছে না। ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে, মাহি দলীয় শিবিরে যোগ দেবেন এবং আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত। তবে তিনি প্রতিটি ম্যাচ খেলবেন কি না, এখনই নিশ্চিত

করে বলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত লড়াইভিত্তিক হতে পারে। খোনির বয়স চল্লিশের মাঝামাঝি। হাটু ও পিঠের সমস্যায় ভুগেছেন গত কয়েক বছর ধরে। উইকেটকিপিংয়ের শারীরিক চাপ, ব্যস্ত সূচি-সব

থেকেও তাঁকে বেছে নেওয়া হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ম্যাচে। এবারের স্কোয়াডে তিন জন উইকেটকিপার-ব্যাটার রয়েছেন। সঞ্জু স্যামসন দলে যোগ দিয়েছেন বড় মুখ হিসেবে। খোনি না খেললে তাঁরই প্র্লাভস পরার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া রয়েছেন উর্বিষ প্যাটেল এবং নতুন সংযোজন কার্তিক শর্মা। শেষোক্ত কিপারকে ফিনিশার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। শিবম দুবের সঙ্গে তাঁকে এই বিশেষ ভূমিকায় ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ, খোনির অনুপস্থিতিতে দল যে অপ্রস্তুত থাকবে না-এমনই বার্তা দিচ্ছে সিএসকে শিবির। একটি বিষয় প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে- চেন্নাইয়ের টিপকে ঘরের ম্যাচগুলোয় খোনিকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাঁর মাঠে নামা মনেই গ্যালারিতে আলাদা আবেগ, আলাদা উদ্দামতা। ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও বেশ নিবিড়। সব মিলিয়ে ছবিটা পরিষ্কার। খোনি আইপিএলে খেলবেন। কিন্তু সব ম্যাচে নামবেন কিনা সেটা নির্ভর করবে ফিটনেস, পরিস্থিতি এবং দলের কৌশলের উপর।

‘জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অক্ষরকে ফেরাও’ কাকে বাদ দিতে বললেন সানি?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃদক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে কি সেমিফাইনালের রাস্তা কটিন করে ফেলল ভারত? এই প্রশ্ন কিন্তু প্রবলভাবে উঠছে। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে কেন খেলানো হল ওয়াশিংটন সুন্দরকে? কেন একাদশে জায়গা পেলেন না অক্ষর প্যাটেল? এই প্রশ্ন নিয়ে কাটাছেঁড়া তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে চর্চা চলাছে। এর মধ্যে আবার সুনীল

সুন্দর সে ক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারে। ওকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র দু’গুভার বল করেছে। ব্যাট হাতে কিছুই করতে পারেনি। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে চার গুভার বল করলেও উইকেট পায়নি। আমার মনে হয়, ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায় নিশ্চিতভাবেই অক্ষর প্যাটেলকে খেলানো উচিত।” প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টপ

পাওয়ার প্লে-তে সব সময় ৭০ রান তুলতেই হবে, এমনটা নয়। ৫৫-৬০ রানও ভালো ভিত গড়ে দিতে পারত।” উল্টো দিকে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মানসিকতার প্রশংসা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। সানির বক্তব্য, “ভেঁড়ি মিলার আর ডেওয়াল্ড ব্রেভিস একটা চমৎকার জুটি তৈরি করেছিল। ওরা ভারতের বোলারদের উইকেট নেওয়ার সব পরিকল্পনাই ভেঙে



গাভাসকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার বলে দিয়েছেন, অবিশ্যি অক্ষরকে দলে ফেরাতে হবে। না হলে চাপে পড়ে যাবে সূর্যর দল। পরের ম্যাচ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে জিততে যেমন হবে, তেমনই রান রেটও বাড়াতে হবে। জয়ে ফেরা তো বটেই, শেষ চারের অঙ্ক পরিষ্কার করতে না পারলে কিন্তু চাপে পড়ে যাবে ভারত। কী বলছেন সানি? তাঁর স্পষ্ট কথা, “জিম্বাবোয়ে টিমে দলে খুব বেশি বাঁ হাতি ব্যাটার নেই। সেটা মাথায় রেখেই একাদশে আবার অক্ষরকে ফিরিয়ে আনা দরকার। অংশদীপের জায়গায় ওকে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অংশদীপ এত ভালো বোলিং করেছে যে, ওর মতো ছন্দে থাকা বোলারকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না।

অর্ডার চরম ভাবে ব্যর্থ। অভিষেক শর্মা মাত্র ১৫ করেছেন। ঈশান কিষান ০ করে ফিরেছেন। তিন নম্বরে নেমে তিলক ডার্মাও ২ বল খেলে শূন্য করে ফিরেছেন। প্রশ্ন উঠছে, তিলক কেন ধরে খেললেন না? গাভাসকর বলেছেন, “তিলক স্মার্ট ব্যাটার। কিন্তু এই ম্যাচে ওর কাছে আরও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। ঈশান প্রথম ওভারেই আউট হয়ে যায়। তখন প্রয়োজনীয় রানরেট ছিল প্রায় ওভার প্রতি সাড়ে নব্বের মতো। ১৫ নয়। তিলকের ক্রিকে সময় কাটানো উচিত ছিল। অন্য প্রান্তে অক্ষরকে ইতিবাচক ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছে। তাই দায়িত্ব ছিল তিলকের উপর। ক্রিকে টিকে থাকা, একটি জুটি গড়া এবং অন্তত প্রথম ছয় ওভার পার করে দেওয়া। সেটা করতে পারেনি।

দিয়েছে। ভারতের বোলাররা আশা করছিল, মিলার বা ব্রেভিস কোনও ভুল করে নিজেরাই উইকেট ছুঁতে দেবেন। কিন্তু তারা সেটা করেনি। হিসেব কষে বুকি নিয়েছে। পাওয়ার প্লে-তে তিনটি উইকেট পড়ে গেলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছিল। মিলারের গুজরটি টাইটাসের হয়ে আমেদাবাদে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছে। আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছে ব্রেভিস। মিলারের সঙ্গে হক্কা মারার প্রতিযোগিতায় নামেনি। তরুণ ক্রিকেটাররা প্রায়ই সিনিয়রদের নকল করতে চায়। কিন্তু ব্রেভিস পরিণতবোধের পরিসর দিয়েছে। এই জুটির কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৫০-১৬০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারেনি ভারত।”

আইপিএলের ‘অভিসিক্ত’ বিশ্বকাপে ‘স্লগার’! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফাটিয়ে দিল গ্ল্যামারের বুদ্ধদ?

নিজস্ব প্রতিবেদন

অনুরাগীরা আল্লাদে গালভরা কিছু তকমা দিয়েছিলেন। কেউ তাকতেন ‘অভিসিক্ত’ বলে। কারও নজরে যুবরাজ সিংয়ের হাতে গড়ে ওঠা মানসপুত্র যেন সাক্ষ্যৎ ‘বেবি যুবি’! কয়েক মাস আগেও নামটা উচ্চারণ হলেই ব্যাটে আগুন ধরত। প্রথম বলে হক্কা। পাওয়ারপ্লে-তে ঝড়। সেই অভিষেক শর্মা এখন টানা ব্যর্থতায় কোণঠাসা। টি-২০ বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে এখনও ছাপ ফেলতে পারেননি। তার উপর পাকিস্তানের পেসার মহম্মদ আমির প্রকাশ্যে তাঁকে ‘স্লগার’ বলে দেগে দেওয়ায় বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। উঠেছে প্রশ্ন। সত্যিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে গিয়েছে? নাকি এ কেবল টি-২০ ক্রিকেটে ফর্মের স্বাভাবিক ওঠাপড়া? ভারতীয় ওপেনারের ধারাবাহিক ব্যর্থতার আরও এক নজির ফুটে উঠল গতরাত্রে, আমদাবাদের ময়দানে। পরপর তিন শূন্যের পর রানের খাতা খুললেও দলের হাল ধরতে ব্যর্থ। সেই প্রেক্ষিতে মহম্মদ আমির জানালেন, পূর্বকথিত ‘স্লগার’ শব্দটি অপমানের ব্যবহার করেনি। তার মুক্তি-অভিষেকের ব্যাটিং টেকনিক এমন, যেখানে পাকা বোলাররা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারে। কাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত ইনিংসেও (১৫) মূলত খারাপ বলেই রান কমেছিলেন তিনি, ভাল ডেলিভারি সামলাতে ব্যর্থ-এমনই দাবি আমিরের। প্রাক্তন পাক

পেসারের মন্তব্যে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি নিরপেক্ষ মহলে প্রশ্ন উঠেছে-অভিষেকের খেলার ধরন কি পুরোটাই বুকিপূর্ণ? বুকে ইনিংস গোছানোর কোনও ‘প্ল্যান-বি’ নেই? বিশ্লেষকদের চোখে, ভারতীয় ওপেনার এমন ব্যাটার, যিনি বলের

পড়লে পড়ুক, গতি থামানো যাবে না। এই কাঠামোয় অভিষেক ফ্রন্টম্যান! বাঁ-হাতি ওপেনার, আক্রমণাত্মক, অপ্রথাগত। রেকর্ডের বিচারে বেশ সফলও। ২০২৫ সালে ২১ ম্যাচে ৮৫৯ রান করেছিলেন। সেখান থেকেই আত্মবিশ্বাস জমে



মেধা বিচার করে খেলার চেয়ে, নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চালাতে বেশি পছন্দ করেন। অফ-সাইডে জায়গা তৈরি করে মারেন। শর্ট বল সামলাতে জানেন। হাত চালান ব্রত। স্ট্রাইক রেট ভয়ংকর। কিন্তু এই স্ট্রাইলের ভেতরেই লুকিয়ে আছে উইকেট হারানোর বুকি। ভারতীয় দল গত এক বছরে একটি স্পট দর্শন মেনে খেলছে-প্রতিপক্ষ যেই থাক, প্রথম বল থেকেই আক্রমণ শানাতে হবে। উইকেট

ওঠে, দলের বিশ্বাসও তৈরি হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিপক্ষও বসে থাকে না। ভিডিও অ্যানালিসিস চলে। পারের মুভমেন্ট থেকে কোন দিকে জায়গা করে মারেন, কোথায় বল ঢুকলে অস্বস্তি-সব নোট করা হয়। এই কারণে প্রথম দফার সাফল্যের পরই দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। সাফল্যের হার কমে যাওয়া অনিবার্য। বোলাররা গতি বদলায়, লেংথ পাষ্টায়। যার ফলশ্রুতিতে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে

মার্কো জানসেনের গ্লোয়ার বলে ধরা পড়লেন অভিষেক। এটাই টি-২০ ক্রিকেটের স্বরূপ! বুকি যত বেশি, মুনাফার হারও তত চড়া। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও। অভিষেককে আপাতত সেই জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে। তাহলে কি বুদ্ধদ ফেটে গেল? এই প্রশ্নটাই এখন জোর চর্চায়। টানা শূন্য, তারপর ছোট ইনিংস। ব্যাটিংয়ে অস্থিরতা। স্ট্রাইক রোটেশন নেই। বড় শটের চেষ্টা অব্যাহত। এত অন্ধকারের মধ্যে এটাও সত্যি-এই বুকিপূর্ণ স্ট্রাইলে অভিষেক নিজের নাম করেছেন। টি-২০-তে কোনও ব্যাটার ৫০ শতাংশের বেশি সাফল্যের ব্যাটটিং দিতে পারেন না। বিশেষ করে এই ধরনের আক্রমণাত্মক ভূমিকায়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনও তাঁর পাশে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব তাঁর গত বছরের পারফরম্যান্সের কথা স্মরণ করিয়েছেন। সহকারী কোচ রায়ান টেন দৃশ্যখাতে জানিয়েছেন, তাঁদের কাজ এখন কোণঠাসা ওপেনারের আত্মবিশ্বাস ফেরানো। প্রশ্নটা টেকনিক বনাম মানসিকতার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সামান্য ধৈর্য যোগ হলে কি তাঁর খেলা আরও ভারসাম্য পাবে? নাকি ধৈর্য বাড়াতে গিয়ে হারিয়ে ফেললেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ অগ্রাসন? ‘স্লগার’ তকমা হয়তো কঠোর। কিন্তু বিতর্কটা জরুরি। অভিষেকের জার্নি সবে শুরু, এখনও শেষ হয়নি। আপাতত তাঁকে প্রমাণ করতে হবে-তিনি শুধু ‘অভিসিক্ত’ নন, পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক ব্যাটার।

সৌদিতেই থাকতে চান রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, রিয়াদ, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফুটবলপ্রেমীরা ধরেই নিয়েছিলেন সৌদি প্রো লিগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আর খুব বেশি দিন নেই। তাঁর অভিযোগ ছিল, আল নাসরে যেন কোনওরকম ট্রফি জিতে না পারে সেজন্য সরকারি স্তরে যতন্ত্র চলছে। কিন্তু সেই একমাত্র ফুটবলার হিসাবে ৬০ পেরনোর পর ৫০০ গোলের মহিলাফলক স্পর্শ করলেন। একই সঙ্গে ৯৬৫ গোলের মহিলাফলক ছুঁয়েছেন। আল নাসরেকে শীর্ষেও তুলেছেন। এরপর আল নাসের হাজার জল্পনার মাঝেই বিস্ত্র (মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাত পোশাক, অনেকটা জি-এর মতো) দিয়ে বিরাট ঘোষণা করলেন। জানিয়ে গেলেন, সৌদিতেই থাকতে চান তিনি। আসলে সৌদির শীর্ষ চার ক্লাব আল হিলাল, আল ইত্তিহাদ, আল আহলি এবং আল নাসের চালায় সৌদির সরকারি সংস্থা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সৌদির ক্লাবগুলি ইউরোপ থেকে নানী তারকারের সই করার সেটা আসে সরকারি কোষাগার থেকে। সিআর৭-এর অভিযোগ ছিল, বাকি ৬ ক্লাবের পিছনে যে পরিমাণ টাকা ঢালছে, তার সিকিভাও করা হচ্ছে না আল নাসেরের জন্য।

ভুল দল বাছাই ঠেলে খাদের কিনারে? হারের ধাক্কায় কাঠগড়ায় গম্ভীর-সূর্য জুটি

সংবাদ সংস্থা, আমেদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্ন, গুজল, জল্পনা! সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের একাদশ দেখে অনেকেই অবকা সহ-অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল আবারও বাইরে! দলে রইলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাচ শেষ হল

দৃশ্যখাতের! কিন্তু বাস্তব প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। সুন্দরকে নেওয়ার মুক্তি ছিল পাওয়ারপ্লে বোলিং। কিন্তু ম্যাচে তিনি সেই লঞ্চে বলই করলেন না। মারের ওভারেই ব্যবহার করা হল। সেখানে যদি ভূমিকা বদলাতেই হয়, তাহলে অক্ষরই কি বেশি উপযুক্ত ছিলেন না? দৃশ্যখাতের



শীকারোক্তিতে যেন দ্বিধা স্পষ্ট করে দিল। তাঁর কথায়, “মাঝের ওভারে বল করাতে হলে অক্ষরকে বেছে নেওয়া যেত!” এখানেই প্রশ্ন-দল কি নিজস্বের বেশি বুদ্ধিমান দেখাতে গিয়ে বিপাকে পড়ল? আইপিএলে সুন্দর খুব

বেশি ম্যাচ খেলেননি। সাম্প্রতিক অফ ফর্মও আলোচনায় ছিল। তবু অভিজ্ঞ অক্ষরের বদলে তাঁকে রাখা হয়। যা একেবারেই কাজে দিল না! বিশ্লেষকদের মতে, বড় টুর্নামেন্টে নির্বান হু ভূমিকার ভিত্তিতে, নামের ভিত্তিতে নয়। কথাটা ভুল কিছু নয়। কিন্তু রেজাল্ট খারাপ হলে প্রশ্ন উঠবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের মিডল ওভার ভেঙে পড়ল। দলগত ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো টাল থকে। এখন হাতে দুটি ম্যাচ। সেমিফাইনালের দৌড়ে থাকতে হলে আর ভুলের সুযোগ নেই।

টটেনহ্যামের মাঠে আর্সেনালের বড় জয়

টটেনহ্যাম হটস্পারকে পেয়ে তিন মাসের গোল খরা কাটালেন এবেরেটি এজে। প্রথমে পিছিয়ে পড়ার অবশ্য তারই পাল্টা জবাব দিল আয়োজকরা। কিন্তু এরপর আর কিছু করতে পারল না তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিনবার জালে বল পাঠিয়ে জয়ের পথে ফিরল আর্সেনাল।

সংবাদ সংস্থা, টটেনহ্যাম, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে মিকেল আর্ভেতার দল। দুটি করে গোল করেছেন এজে ও ডিভার ইয়োকেরেক। টানা দুই ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ড ও উলভারহাম্পটন ওয়ানডারদের বিপক্ষে পয়েন্ট হারানোর পর, জয়ের দেখা পেল আর্সেনাল। ২৮ ম্যাচে ১৮ জয় ও সাত ড্রয়ে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। আক্রমণাত্মক শুরু করে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ভালো একটা সুযোগ পায় আর্সেনাল। তবে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ডিভার ইয়োকেরেকের শট অক্লের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। ৬২তম মিনিটে দারুণ গোলে আর্সেনালকে এগিয়ে নেন এজে। ডান দিক থেকে সতীর্থের বাড়ানো বল প্রথমে তার পায়ে লেগে উপরে উঠে যায়, তবে ঠাণ্ডা মাথায় ভলিতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। লিগের প্রথম লেগে গত নভেম্বরে টটেনহ্যামকে ৪-১ ব্যবধানে উত্তরে দেওয়ার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এজে। এরপর, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৯ ম্যাচে জালের দেখা পাননি তিনি। আবার টটেনহ্যামকে পেয়েই গোল খরা কাটালেন এই ইংলিশ উইঙ্গার। তাদের এগিয়ে



যাওয়ার আনন্দ অবশ্য দুই মিনিটও টেকেনি। বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে, প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে শটে সমতা টানেন ফরাসি ফরোয়ার্ড কোলো মুয়ানি। পাঁচ মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে ডি-বক্সে গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন সাকা কিন্তু ওয়ান-অন-

ওয়ানে আর্সেনাল ফরোয়ার্ডের শট আটকে দেন গুলিয়েলমো ডিকারিও। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই ফের এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ইউরিয়েন টিম্বারের বাড়ানো বল ডি-বক্সের বাইরে ধরে, জোরাল শটে জালে পাঠান এজে।

পাঠিয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন এজে। তার পাস ধরেই ডি-বক্সে ঢোকেন সাকা, প্রতিপক্ষের বাঘায় যদিও শট নিতে পারেননি তিনি। এরপরই প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে আসা বল পেয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এজে। গত আগস্টে আর্সেনালে যোগ দেওয়া এজে নতুন দলের হয়ে লিগে ছয়টি গোল করলেন। কোলো মুয়ানির বদলি নামা রিশার্লিসনের নৈপুণ্যে ৮৪তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেয়েই যাচ্ছিল টটেনহ্যাম। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন দাভিদ রায়া। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানেন ইয়োকেরেক। মার্টিন ওডেনগোরের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে দলের চতুর্থ গোলটি করেন ইয়োকেরেক। প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে সবশেষ পাঁচ ম্যাচে পাঁচ গোল হলো সুইডিশ ফরোয়ার্ডের। স্পোর্টস থেকে গত ত্রীমাসে আর্সেনালে যোগ দিয়ে চলতি আসরে ১০ গোল করলেন তিনি। প্রিমিয়ার লিগে হতাশাময় পঞ্চালা আরও দীর্ঘ হলো টটেনহ্যামের। এই বছরে এখন পর্যন্ত লিগে জয়ের দেখা পাননি তারা সবশেষ ৯ ম্যাচে হারল পঞ্চমবার, এবং সবশেষ তিনটিতেই। ২৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে ১৬ নম্বরে, অবনমন অঞ্চল থেকে মাঝে ৪ পয়েন্ট ওপরে।

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বসন্ত ও হৃকের অসুখ

- রোবোটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিপ্লব
- ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা ও চিকিৎসায় স্ক্রিনিং-এর ভূমিকা
- ক্যান্সার নিয়ে কিছু তথ্য
- ক্যান্সার - প্রয়োজন জরুরী
- চিকিৎসা ও সতর্কতা
- আসক্তির আড়ালে
- হৃকের অসুখ - সেরিয়াসিস
- সঠিক খাদ্যাভ্যাসে সুস্থ হুক
- বসন্তের অসুখ - হাম
- চিকেন পক্স
- হৃকের সমস্যা
- বসন্তের অসুখ - হাম

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন